ইন্দু

কমল দিদি ওর বই লুকিয়ে পড়ে। সেইটেই খারাপ লক্ষণ। বিনোদ বাবুর "অঙ্গুরলতা" বইখানা ওর বালিশের নীচে থাকে। আর তাঁর "কানন-কুসুমিকা" রেখেচে ধোবার বাড়ির হিসেবের খাতার গায়।

ক্ষান্ত

কিন্তু ওর মুখে তো বিনোদ বাবুর নামও শুনিনি।

ইন্দু

নামটা বুকের মধ্যে বাসা ক'রেচে, তাই মুখে বের হ'তে চায় না।

ক্ষান্ত

কী যে বলিস্, বুঝতে পারি নে—ওর লেখায় এমন কী মন্ত্র আছে বল্‌তো। আমাকে একটু নমুনা দে দেখি!

ইন্দু

তবে শোনো—

বসনায় ভাষা নাই, থাকি চুপে চুপে,
অন্তরে জোগায় সে যে বা
সময় পায়না আঁখি মজিবারে রূপে,
গোপনে স্বপনে তারে জানি

N...
No. 4067
DATE 7/9/67
CALCUTTA

ক্ষান্ত

হায় রে, কি শব্দভেদী বাণেরই নমুনা!

ইন্দু

কমল দিদি খাতায় লিখে রেখেচে, এই ওর জপের মন্ত্র। শব্দভেদী বাণের যে জোর কত, তা প্রত্যক্ষ দেখতে চাও?

ক্ষান্ত

চাই বই কি, জেনে রাখা ভালো।

ইন্দু

( নেপথ্যে চাহিয়া ) দিদি দিদি !

( শেলাই হাতে কমলের প্রবেশ )

কমল

কেন ? হয়েছে কী ?

ইন্দু

এখনো বিশেষ কিছু হয় নি, কিন্তু হ'তে কতক্ষণ ! বিধাতা আমাদের চেয়েও পর্দ্দানশীন, আড়ালে ব'সে ব'সে তোমার সাধের স্বপনকে মূর্ত্তি দিচ্চেন।

কমল

সে খবর দেবার জন্যে তোমায় ডাকাডাকি ক'র্‌তে হবে না।

ইন্দু

তা জানি ভাই, খবর পাকা হ'লে বিধাতা আপনিই দূত পাঠিয়ে দেবেন। আমি সে জন্যে ভাবিও নি। সখি-পরিষদে আমাকে গান গাইতে ধরেচে। স্বরলিপি থেকে তুমি যে নতুন গানটি শিখেচ, আমাকে শিখিয়ে দাও। ক্ষান্ত দিদিও সেই জন্যে ব'সে আছেন—আমি জানি, তোমার গান উনি চন্দ্রবাবুর চটি জুতোর আওয়াজের প্রায় সমতুল্য বলেই জানেন।

ক্ষান্ত

ইন্দুর কথা শোনো একবার ! এ আবার আমি কবে ব'ল্‌লুম।

ইন্দু

তা হ'লে সমতুল্য বলাটা ভুল হ'য়েচে, তার চেয়ে না হয় কিছু নীরসই হোলো। সে তর্ক পরে হবে, তুমি গান গাও !

( গান )

কমল।

ডাকিল মোরে জাগার সাথী।
প্রাণের মাঝে বিভাস বাজে
প্রভাত হোলো আঁধার রাতি।
বাজায় বাঁশী তন্দ্রাভাঙা,
ছড়ায় তারি বসন রাঙা,
ফুলের বাসে এই বাতাসে
কী মায়াখানি দিয়েছে গাঁথি।
গোপনতম অন্তরে কী
লেখন রেখা দিয়েছে লেখি ?
মন তো তারি নাম জানে না,
রূপ আজিও নয় যে চেনা,
বেদনা মম বিছায়ে দিয়ে
রেখেছি তারি আসন পাতি।

ইন্দু

ক্ষান্ত দিদি ঐ চেয়ে দেখ, বাণ পৌচেছে।

ক্ষান্ত

কোথায় ?

ইন্দু

আমাদের এই গলিব আকাশ পার হ'য়ে, ঠেকেচে গিয়ে তোমাদের বাড়ির ঐ দরজাতে।

ক্ষান্ত

ইন্দু, তুই স্বপ্ন দেখ্‌চিস্‌ না কি ?

ইন্দু

ঐ দেখোনা তোমাদের বন্ধ দরজার খড়খড়ে খুলে গেচে।

ক্ষান্ত

তা তো দেখ্‌চি।

ইন্দু

কমল দিদি, বুঝ্‌তে পেরেচ ?

কমল

আঃ কী যে বকিস, তার ঠিক নেই।

ইন্দু

ঐ খোলা খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে কবি-কুঞ্জবনের দীর্ঘ নিশ্বাস উচ্ছ্বসিত। ঐ খড়খড়ির পিছনে একটা ধড়ফড়ানি দেখ্‌তে পা'চ্চ ?

কমল

কিসের ধড়ফড়ানি ?

ইন্দু

সেই খবরটাই তো চোখের আড়ালে র'য়ে গেল।

হায়রে,

ওরে যায় না কি জানা ?
নয়ন ওরে খুঁজে বেড়ায়
পায় না ঠিকানা।
অলখ পথেই যাওয়া-আসা,
শুনি চরণধ্বনির ভাষা,
গন্ধে শুধু হাওয়ায় হাওয়ায়
রইল নিশানা॥

কেমন ক'রে জানাই তারে
ব'সে আছি পথের ধারে ?
প্রাণে এলো সন্ধ্যাবেলা,
আলোয় ছায়ায় রঙীন খেলা,
ঝরে-পড়া বকুলদলে বিছায় বিছানা ॥

ক্ষান্ত

ওলো ইন্দু, দেখ দেখ, খড়খড়ে আরো ফাঁক হ'য়ে উঠ্‌লো যে।

ইন্দু

এবার তুমি যদি গান ধরো, তা হ'লে দেয়ালসুদ্ধ ফাঁক হ'য়ে যাবে।

ক্ষান্ত

আর ঠাট্টা ক'র্‌তে হবে না, যাঃ। তোর কথা শুনে ভেবেছিলুম একা কমলই বুঝি শব্দভেদী বাণের তীরন্দাজ। বিধাতা কি তোদের সকলেরই গলায় বাণ বোঝাই ক'রেচেন ? হাতের কাছে এতো বিপদ জমা হ'য়ে আছে এতো জান্‌তুম না।

ইন্দু

সৃষ্টিকর্ত্তা সঙ্কল্প ক'রেচেন পুরুষমেধ যজ্ঞ ক'র্‌তে—তারি সহায়তায় নারীদের ডাক পড়েচে। সবাই ছুটে আস্‌চে, কেউ কণ্ঠ নিয়ে, কেউ কটাক্ষ নিয়ে, কারো বা কুটিল হাস্য, কারো বা কুঞ্চিত কেশকলাপ, কারো বা সর্ষের তেল ও লঙ্কার বাটনাযোগে বুক-জ্বালানী রান্না।

ক্ষান্ত

কিন্তু তোদের সব বাণই কি ঐ একটা খড়খড়ে দিয়ে গল্‌বে না কি ?

ইন্দু

কবির হৃদয়টা দরাজ, বড়ো বোনের পাকা হাত আর ছোটো বোনের কাঁচা হাত কারো লক্ষ্যই ফসকায় না।

ক্ষান্ত

তা যেন হোলো তার পরে অংশ নিয়ে তোদের মামলা বাধ্‌বে না ?

ইন্দু

তাই তো ব'লে রেখেচি, আমি দাবী ক'র্‌ব না।

কমল

এত নিঃস্বার্থ হবার দরকার কি ?

ইন্দু

কমল দিদি, জীবনের অঙ্কশাস্ত্রে পুরুষরা আছে গুণের কোঠায়, মেয়েরা ভাগের কোঠায়। ওদের বেলায় দুইয়ের দ্বারা হয় দ্বিগুণ, আমাদের বেলায় দুইয়ের দ্বারা হয় দু'ভাগ। তাই তোমাকে রাস্তা ছেড়ে দিয়েছি—নইলে দুই বোনে মিলে ঐ খড়খড়েটার কব্‌জা এতদিনে ঝর্‌ঝরে ক'রে দিতুম।

কমল

কেন, রাস্তা কি আমি ছাড়্‌তে জানিনে ?

ইন্দু

আমি ওঁর কবিতা-বিছানো রাস্তায় এক পা চ'ল্‌তে পা'র্‌বো না। মানেই বুঝ্‌তে পারিনে—হুঁচট খেয়ে ম'র্‌বো।

ক্ষান্ত

তোরা দু'জনে মিলে রফা-নিষ্পত্তি ক'রে নে—আমার কাজ আছে যাই।

ইন্দু

বেলা গিয়েচে, এখন আবার তোমার কাজ ?

ক্ষান্ত

যত বেকারের দল, কখন্ কি খেয়াল যায় ঠিক নেই—হয় তো হঠাৎ হুকুম হবে তপসী মাছ ভাজা চাই—নয় তো কড়াইশুঁটির কচুরী—নয়তো হাঁসের ডিমের বড়া।

ইন্দু

একটু দাঁড়াও, আমরাও যাচ্চি। তোমার সঙ্গে কর্ম্মবিভাগ ক'রে নেব। আমরা লাগ্‌ব চেখে দেখ্‌বার কঠিন কাজে। কমল দিদি, ঐ দেখ, খড়খড়েটা লুব্ধ চকোরের চঞ্চুর মতো এখনো হাঁ ক'রে রয়েছে। দেখে দুঃখ হ'চ্চে।

কমল

এত দয়া যদি, তো সুধা তুমিই ঢালোনা। আমি চ'ল্‌লুম্।

ইন্দু

না দিদি,

যাবার বেলা শেষ কথাটি যাও ব'লে,
কোন্‌খানে যে মন লুকানো দাও ব'লে।
চপল লীলা ছলনা ভরে
বেদনখানি আড়াল ক'রে,
যে-বাণী তব হয়নি বলা নাও ব'লে॥
হাসির বাণে হেনেচ কত শ্লেষকথা,
নয়নজলে ভরো গো আজি শেষকথা।
হায়রে অভিমানিনী নারী
বিরহ হলো দ্বিগুণ ভারি
দানের ডালি ফিরায়ে নিতে চাও ব'লে॥

আচ্ছা ভাই, ক্ষান্তদিদি, ঐ খড়খড়ের পিছনে কোন্ মানুষটি ব'সে আছে আন্দাজ করো দেখি? চন্দর বাবু?

ক্ষান্ত

না ভাই, তার আর যাই দোষ থাক্, তোদের শব্দভেদী বাণ তাকে পৌঁছয় না, সে আমি খুব দেখে নিয়েচি।

ইন্দু

অর্থাৎ আমাদের চন্দ্রের যা কলঙ্ক সেটা কেবল মুখের উপরে, তার জ্যোৎস্নায় কোনো দাগ পড়ে না। তোমাদের লক্ষ্মীছাড়া দলে আর কে আছে নাম করো দেখি?

ক্ষান্ত

আর একজন আছে, তার নাম গদাই।

ইন্দু

আরে ছি ছি ছি ছি। অমন নাম যার তার খড়খড়ে চিরদিন বোজা থাকে।

ক্ষান্ত

নাম শুনেই যে তোর—

ইন্দু

নামের দাম কম নয় দিদি। ভেবে দেখো তো, দৈবদুর্যোগে গদাই যদি কাননকুসুমকার কবি হ'ত, তা হ'লে কবির নাম জপ করবার সময় দিদি কী মুস্কিলেই পড়ত। ভক্তি হোতো না। সুতরাং মুক্তিও পেতো না।

কমল

দিদির মুক্তির জন্যে তোমাকে অত ভাবতে হবেনা। এখন নিজের কথা চিন্তা করবার সময় হয়েচে।

ইন্দু

সেই জন্যেই তো নাম বাছাই ক'রতে লেগে গেছি। সময় নষ্ট ক'রতে চাইনে। আমার স্বয়ম্বর সভায় নিমন্ত্রণের ফর্দ থেকে গদাই নামটা কাটা পড়ল।

কমল

তা হ'লে এই বেলা তোমার পছন্দসই নামের একটা ফর্দ করা যাক্। কুমুদ কী রকম?

ইন্দু

চ'লে যায়।

কমল

নিকুঞ্জ ?

ইন্দু

চল্‌তেও পারে, কিন্তু উপবাসের মুখে, অর্থাৎ দ্বাদশী তিথিতে।

কমল

পরিমল ?

ইন্দু

মালা-বদলের সময় নাম-বদল ক'রতে হবে, সে হবে ইন্দু, আমি হব পরিমল। যা হোক্‌ এগুলো চল্‌তেও পারে—কিন্তু গদাই ? নৈব নৈবচ।

ক্ষান্ত

কি যে পাগলামি করচিস্‌ ইন্দু ! চল্‌ আমার কাজ আছে।

---

## দ্বিতীয় দৃশ্য

চন্দ্রবাবুর বাসা

চন্দ্র

ভাই বিনদা, তোমাকে দেখে বোধ হচ্চে, আজ তোমার ভালোমন্দ একটা কিছু হোলো বলে, কিম্বা হয়েই বসেচে।

বিনোদ

তাই না কি ?

চন্দ্র

আজ তোমার দৃষ্টিটা ছুটেচে যেন কোন্ মায়ামৃগীর পিছু পিছু। গেছে তার পথ হারিয়ে। ওহে আজকের হাওয়ায় তোমার গায়ে কারো ছোঁয়াচ লাগ্‌চে না কি?

বিনোদ

কিসে ঠাওরালে?

চন্দ্র

মুখের ভাবে।

বিনোদ

ভাবটা কী রকম দেখচো?

চন্দ্র

যেন ইন্দ্রধনু উঠেচে আকাশে, আর তারি ছায়াটা শিউরে উঠ্‌চে নদীর ঢেউএ।

বিনোদ

ব'লে যাও,—

চন্দ্র

যেন আষাঢ়-সন্ধেবেলায় যূঁইগাছের গাঁঠে গাঁঠে কুঁড়ি ধর্‌ল ব'লে; আর দেরি নেই।

বিনোদ

আরো কিছু আছে?

চন্দ্র

যেন "নব জলধরে বিজুরী রেহা
দ্বন্দ্ব পসারি গেলি।"

বিনোদ

থাম্‌লে কেন, বলে যাও।

চন্দ্র

যেন বাঁশীটি আজ ঠেকেচে এসে গুণীর অধরে। সত্যি ক'রে বল্ ভাই, লুকোস্‌নে আমার কাছে।

বিনোদ

তা হ'তে পারে। একটা কোন্ ইসারা আজ গোধূলিতে উড়ে বেড়াচ্চে, তাকে কিছুতে ধরতে পারচিনে।

চন্দ্র

ইসারা উড়ে বেড়াচ্চে? সেটা প্রজাপতির ডানায় না কি?

বিনোদ

যেন অন্ধ মৌমাছির কাছে রজনীগন্ধার গন্ধের ইসারা।

চন্দ্র

হায় হায়, হাওয়াটা কোন্ দিক্ থেকে বইচে, তার ঠিকানাই পেলে না?

বিনোদ

পোষ্টআপিসের ঠিকানাটা পাওয়া শক্ত নয় চন্দরদা। কিন্তু স্বর্ণরেণু কোথায় আছে লুকিয়ে, সেই ঠিকানাটাই—

চন্দ্র

সর্ব্বনাশ ক'র্‌লে! এরি মধ্যে স্বর্ণের কথাটা মনে এসেচে? সাদা ভাষায় ওর মানে হচ্চে পণের টাকা—তোমার রজনীগন্ধার গন্ধটা তা হ'লে ব্যাঙ্কশাল ষ্ট্রীটের দিক্ থেকেই এলো বুঝি?

বিনোদ

ছি ছি চন্দ্র, এমন কথাটাও তোমার মুখ দিয়ে আজ বেরোলো! আমি তুচ্ছ টাকার কথাই কি ভাব্‌চি?

চন্দ্র

আজকালকার দিনে কোন্‌টা তুচ্ছ, কন্যাটা, না পণটা, তার হিসেব

করা শক্ত নয়। যুবকরা তো সোনার মৃগ দেখেই ছোটে, সীতা পড়ে থাকেন পশ্চাতে।

বিনোদ

যুবক যে কে, সে কি তার বয়স গুণে বের ক'রতে হবে, আর সোনার রেণু যে কাকে বলে, সে কি বুঝ্‌বে তার ভরি ওজন করে ?

চন্দ্র

এটা বেশ বলেচো, তোমার কবিতায় লিখে ফেল হে, কথাটা আজ বাদে কাল হারিয়ে না যায়। আমার একটা লাইন মনে এলো, তুমি কবি, তা'র পাদপূরণ ক'রে দাও দেখি—

ও ভোলা মন, বল্‌ দেখি ভাই,
কোন্‌ সোনা তোর সোনা ?

বিনোদ

কেনাবেচার দেনা-লেনায়
যায় না তারে গোণা।

চন্দ্র

ভ্যালা মোর দাদা। আচ্ছা, আরেক লাইন,

ও ভোলা মন, বল্‌ সে সোনা
কেমন ক'রে গলে ?

বিনোদ

গলে বুকের দুখের তাপে
গলে চোখের জলে।

চন্দ্র

বহুৎ আচ্ছা। আরেক লাইন,

ও ভোলা মন, সেই সোনা তোর
কোন্‌ খনিতে পাই ?

বিনোদ

সেই বিধাতার খেয়ালে, যার
ঠিক-ঠিকানা নাই।

চন্দ্র

ক্যা বাৎ! আচ্ছা আর এক লাইন—

ও ভোলা মন, সোনার সে ধন
রাখবি কেমন ক'রে?

বিনোদ

রাখব তারে ধ্যানের মাঝে
মনের মধ্যে ভ'রে।

চন্দ্র

বাস্, আব দরকার নেই ফুল মার্ক পেয়েছ—পাস্‌ড্ উইথ অনার্স। আর ভয় নেই সন্ধানে বেরিয়ে পড়া যাক্—

সোনার স্বপন ধরুক না রূপ
অপরূপের হাটে,
সোনার বাঁশি বাজাও রসিক
রসের নবীন নাটে।

বিনোদ

চন্দর দা, কে বলে তুমি কবি নও?

চন্দ্র

ছায়ায় পড়ে গেছি ভাই, চন্দ্রগ্রহণ লেগেছে—তোমরা না থাকলে আমিও কবি ব'লে চ'লে যেতে পারতুম, কবি সম্রাট নাও যদি হতুম অন্তত কবি-তালুকদার হওয়া অসম্ভব ছিল না। দেখেছি, প্রাণেশ

ভিতরটাতে মাঝে মাঝে রস উছলে ওঠে—কিন্তু তার ধারাটা মাসিক পত্র পর্য্যন্ত পৌছয় না!

বিনোদ

ঘরেই আছে রস-সমুদ্র, সেইখানেই লুপ্ত হ'য়ে যায়।

চন্দ্র

একসেলেণ্ট! কবি না হ'লে এই গূঢ় খবর আন্দাজ ক'র্‌তে পার্‌ত কে বলো? ঐ যে আস্‌চে আমাদের মেডিকাল ষ্টুডেণ্ট!

( গদাইয়েব প্রবেশ )

চন্দ্র

এই যে গদাই! শরীরতত্ত্ব ছেড়ে হঠাৎ কবির দরবারে যে। তোমার বাবা জান্‌লে যে শিউবে উঠ্‌বেন।

গদাই

না ভাই, প্যাথলজি ষ্টাডি ক'র্‌বার পক্ষে তোদের সংসর্গটা একেবারেই ব্যর্থ নয়। তোদেব হৃদয়টা যে সর্ব্বদাই আই ঢাই ক'র্‌চে, সেটা অজীর্ণ বোগের একটি নামান্তর তা জানিস্। বেশ ভালো ক'রে আহারটি ক'র্‌লে এবং সেটি হজম ক'র্‌তে পার্‌লে কবিত্ব-রোগ কাছে ঘেঁষতে পারে না। আধপেটা ক'রে খাও, অম্বলের ব্যামোটি বাধাও, আর অমনি কোথায় আকাশের চাঁদ, কোথায় দক্ষিণের বাতাস, কোথায় কোকিল পক্ষীর ডাক, এই নিয়ে প্রাণ আনচান ক'র্‌তে থাকে—জানলার কাছে ব'সে ব'সে মনে হয় কী যেন চাও—যা চাও সেটি যে বাই-কার্ব্বোনেট-অফ-সোডা তা কিছুতেই বুঝ্‌তে পার না।

চন্দ্র

হৃদ্‌যন্ত্রটির বাসা পাকযন্ত্রের ঠিক উপরেই এ কথা কবিরা মানে না, কিন্তু কবিরাজরা মানে।

গদাই

ঐযে যাকে ভালোবাসা বলো সেটা যে স্রেফ একটা স্নায়ুর ব্যামো তার আর সন্দেহ নেই। আমার বিশ্বাস অন্যান্য ব্যামের মতো তারো একটা ওষুধ বের হবে।

চন্দ্র

হবে বই কি। কাগজে বিজ্ঞাপন বেরবে—"হৃদয় বেদনার জন্য অতি উত্তম মালিশ, উত্তম মালিশ, উত্তম মালিশ। বিরহনিবারিণী বটিকা। রাত্রে একটি সকালে একটি সেবন করিলে বিরহভার একেবারে নিঃশেষে অবসান।"

আচ্ছা, ভাই বিনু এক কথায় ব'লে দে দেখি কী রকম মেয়ে তোর পছন্দ।

বিনোদ

আমি কী রকম চাই জান? যাকে কিছু বোঝবার যো নেই। যাকে ধ'রতে গেলে পালিয়ে যায়—পালাতে গেলে যে ধ'রে টেনে নিয়ে আসে।

চন্দ্র

বুঝেছি। যে কোনো কালেই পুরোণো হবে না। মনের কথা টেনে ব'লেচ ভাই! পাওয়া শক্ত। আমরা ভুক্তভোগী, জানি কি না, বিয়ে ক'রলেই মেয়েগুলো দুদিনেই বহুকেলে পড়া পুঁথির মতো হ'য়ে আসে; মলাটটা আধখানা ছিঁড়ে ঢল্ ঢল্ ক'রচে, পাতাগুলো দাগী হ'য়ে খুলে আস্‌চে—কোথায় সে আঁটসাট বাঁধুনি, কোথায় সে সোনার জলের ছাপ। আচ্ছা সে যেন হ'ল, আর চেহারা কেমন?

বিনোদ

ছিপ ছিপে, মাটির সঙ্গে অতি অল্পই সম্পর্ক, যেন সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতেব।

চন্দ্র

আর বেশি ব'ল্‌তে হ'বে না, বুঝে নিয়েচি। তুমি চাও পদ্যের মতো চোদ্দটি অক্ষরে বাঁধাসাঁধা, চ'ল্‌তে ফির্‌তে ছন্দটি রেখে চলে; এ দিকে মল্লিনাথ, ভরত শিরোমণি, জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন তার টীকে ভাষ্য ক'রে থই পায় না। বুঝেছ বিন্দা, চাইলেই তো পাওয়া যায় না—

বিনোদ

কেন তোমার কপালে তো মন্দ জোটেনি!

চন্দ্র

মন্দ ব'ল্‌তে সাহস করিনে—কিন্তু ভাই সে গদ্য, তাতে ছাঁদ নেই, ঢীল কলমে লেখা।

গদাই

আর ছাঁদে কাজ নেই ভাই। আবার তোমার কী রকম ছাঁদ সেটাও তো দেখতে হবে!

চন্দ্র

তোরা বুঝবিনে গদাই, ভিতরে গীতগোবিন্দের অল্প একটু আমেজ আছে; সুযোগ ঘটলে ললিতলবঙ্গলতার সঙ্গে ছন্দের মিল হ'তেও পারত। চাঁদের আলোয় মুখের দিকে চেয়ে বেলফুলের মালা হাতে প্রেয়সী যদি ব'ল্‌তো,—

জনম অবধি হাম রূপ নেহারনু

নয়ন না তিরপিত ভেল—

নেহাৎ অসহ্য হ'তো না। প্রেয়সী সর্ব্বদা এসেও থাকেন, কিছুই যে বলেন না এত বড়ো বদনাম দিতে পারব না। কিন্তু বাক্যগুলো, বিশেষত তার সুরটা এমনটি হয় না—"গৌড়জন যাহে আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।"

গদাই

দেখ চন্দর দা, বিয়ে ক'রবার প্রসঙ্গে পছন্দ করার কথাটা একেবারেই

খাটে না। বিয়েটা হোলো Monotheism আর পছন্দটা হ'লো Polytheism। দুটোর থিয়লজি একেবারে উল্টো। বিয়ের ডেফিনিশনই হ'চ্চে জন্মের মতো পছন্দ বায়ুকে খতম্ ক'রে দেওয়া। তেত্রিশ কোটিকে একের মধ্যে নিঃশেষে বিসর্জ্জন করা।

( পাশের বাড়ি হইতে গানের শব্দ। )

বিনোদ

ঐ শোন, গান।

গদাই

কার গান হে ?

চন্দ্র

চুপ ক'রে খানিকটা শোনই না। পরে পরিচয় দেব।

নেপথ্যে গান

কাছে যবে ছিলো, পাশে
হোলোনা যাওয়া।
চলে যবে গেলো, তারি
লাগিল হাওয়া॥
যবে ঘাটে ছিল নেয়ে
তারে দেখি নাই চেয়ে,
দূর হ'তে শুনি স্রোতে
তরণী বাওয়া॥
যেখানে হোলোনা খেলা
সে খেলাঘরে
আজি নিশিদিন মন
কেমন করে।

শেষ রক্ষা

হারানো দিনের ভাষা
স্বপ্নে আজি বাঁধে বাসা,
আজ শুধু আঁখিজলে
পিছনে চাওয়া ॥

চন্দ্র

বিন্‌দা আজকাল রাধিকার দলই বাঁশি বাজাতে শিখেচে, কলির কৃষ্ণগুলোকে বাসা থেকে পথে বের ক'রবে। দেখ না, নাড়ীটা বেশ একটু দ্রুত চ'লচে।

বিনোদ

চন্দ্র, আজ কী ক'র্‌ব ভাবছিলুম, একটা মৎলব মাথায় এসেছে।

চন্দ্র

কি বল দেখি!

বিনোদ

চল—যে মেয়েটি গান গায় ওর সঙ্গে আজই আমার বিয়ের সম্বন্ধ ক'রে আসি গে।

চন্দ্র

বলো কি।

বিনোদ

আর তো ব'সে ব'সে ভালো লাগচে না।

চন্দ্র

কিন্তু দেখা শুনা তো ক'রবে, আলাপ পরিচয় তো ক'রতে হবে? আমরা বিয়ে ক'রেছিলুম চোখ বুজে বড়ি গেলার মতো, মুখে স্বাদ পেলুম না, পেটের মধ্যে পৌঁছে খুব ক্রিয়া ক'র্‌তে লাগল, কিন্তু তোদের তা তো চ'ল্‌বে না।

বিনোদ

না, তাকে দেখতে চাইনে। আমি ঐ গানরূপটিকে বরণ ক'রব।

চন্দ্র

বিনু, এ কথাটা তোর মুখেও একটু বাড়াবাড়ি শোনাচ্চে! তার চেয়ে একটা গ্রামোফোন কেন্ না? এ যে ভাই মানুষ, দেখে শুনে নেওয়া ভালো।

বিনোদ

মানুষকে কি চোখ চাইলেই দেখা যায়? তুমিও যেমন? রাখ জীবনটা বাজি, চোখ বুজে দান তুলে নাও, তার পরে হয় রাজা নয় ফকীর; একেই তো বলে খেলা।

চন্দ্র

উঃ! কী সাহস! তোমার কথা শুন্‌লে আমার মরচে পড়া বুকেও ঝলক মারে, ফের আর একটা বিয়ে ক'রতে ইচ্ছে করে। না দেখে বিয়ে তো আমরাও ক'রেছি কিন্তু এমনতর মরিয়া ক'রে তোলে নি।

গদাই

তা বলি, যদি বিয়ে ক'রতে হয় নিজে না দেখে বিয়ে করাই ভালো। ডাক্তারের পক্ষে নিজের চিকিৎসা করাটা কিছু নয়। মেয়েটি কে বলো তো হে চন্দর দা!

চন্দ্র

আমাদের নিবারণ বাবুর বাড়িতে থাকেন, নাম কমলমুখী। আদিত্য বাবু আর নিবারণ বাবু পরম বন্ধু ছিলেন। আদিত্য মরবার সময় মেয়েটিকে নিবারণ বাবুর হাতে সমর্পণ ক'রে দিয়ে গেছেন।

গদাই

তুমি তোমার প্রতিবেশিনীকে আগে থাক্‌তেই দেখ নি তো?

চন্দ্র

আমার কি আর আশে পাশে দৃষ্টি দেবার জো আছে। আমার এ দুটি চক্ষুই একবারে দস্তখতী শিলমোহর করা, অন্ হার ম্যাজিষ্টিস্ সর্ভিস। তবে শুনেছি বটে দেখতে ভালো এবং স্বভাবটিও ভালো।

গদাই

আচ্ছা এখন তা হ'লে আমরা কেউ দেখব না, একেবারে সেই বিবাহের রাত্রে চমক লাগবে।

চন্দ্র

তোমরা একটু বোস ভাই আমি অমনি চট ক'রে চাদরটা প'রে আসি। এই পাশের ঘরেই।

[ প্রস্থান।

পাশের ঘরে

চন্দ্র ও ক্ষান্তমণি

চন্দ্র

বড় বৌ, ও বড় বৌ। চাবিটা দাও দেখি।

ক্ষান্ত

কেন জীবনসর্ব্বস্ব নয়নমণি, দাসীকে কেন মনে পড়ল ?

চন্দ্র

ও আবার কি। যাত্রার দল খুল্‌বে না কি ? আপাততঃ একটা সাফ দেখে চাদর বের ক'রে দাও দেখি, এখনি বেরতে হবে—

ক্ষান্ত

( অগ্রসর হইয়া ) আদর চাই। প্রিয়তম। তা আদর ক'রচি।

চন্দ্র

( পশ্চাতে হঠিয়া ) আরে ছি ছি ছি। ও কি ও।

ক্ষান্ত

নাথ, বেলফুলের মালা গেঁথে রেখেচি এখন কেবল চাঁদ উঠলেই হয়—

চন্দ্র

ওঃ! গুণবর্ণনা আড়াল থেকে সমস্ত শোনা হয়েচে দেখ্‌চি! বড় বৌ কাজটা ভালো হয়নি। ওটা বিধাতার অভিপ্রায় নয়—তিনি মানুষের শ্রবণশক্তির একটা সীমা ঠিক ক'রে দিয়েচেন—তার কারণই হচ্চে পাচে অসাক্ষাতে যে কথাগুলো হয় তাও মানুষ শুন্‌তে পায়; তাহ'লে পৃথিবীতে বন্ধুত্ব বলো, আত্মীয়তা বলো কিছুই টিক্‌তে পারে না!

ক্ষান্ত

ঢের হ'য়েচে গোঁসাই ঠাকুর, আর ধর্ম্মোপদেশ দিতে হবে না! আমাকে তোমার পছন্দ হয় না, না?

চন্দ্র

কে বল্লে পছন্দ হয় না?

ক্ষান্ত

আমি গদ্য, আমি পদ্য নই. আমি শোলোক পড়িনে, আমি বেলফুলের মালা পরাইনে—

চন্দ্র

আমি গললগ্নীকৃতবস্ত্র হ'য়ে বল্‌চি দোহাই তোমার, তুমি শোলোক পোড়োনা, তুমি মালা পরিয়ো না, ওগুলো সবাইকে মানায় না—

ক্ষান্ত

কী বল্লে?

চন্দ্র

আমি বল্লুম যে, বেলফুলের মালা আমাকে মানায় না, তার চেয়ে সাফ চাদরে ঢের বেশি শোভা হয়—পরীক্ষা ক'রে দেখ!

ক্ষান্ত

যাও যাও আর ঠাট্টা ভালো লাগে না।

চন্দ্র

( নিকটে আসিয়া ) কথাটা বুঝ্‌লেনা ভাই ! কেবল রাগই ক'র্‌লে। শোন, বুঝিয়ে দিচ্চি :—

ভালোবাসার থার্ম্মোমিটারে তিনমাত্রার উত্তাপ আছে।—মানুষ যখন বলে ভালোবাসিনে সেটা হোলো ৯৫ ডিগ্রী, যাকে বলে সাব্‌-নর্ম্মাল্‌। যখন বলে ভালোবাসি সেটা হোলো নাইণ্টিএইট্‌ পয়েণ্ট ফোর্‌, ডাক্তাররা তাকে বলে নর্ম্মাল, তাতে একেবারে কোনো বিপদ নেই। কিন্তু প্রেমজ্বর যখন ১০৫ ছাড়িয়ে গেছে, তখন রুগী আদর ক'রে বল্‌তে সুরু ক'রেচে, পোড়ারমুখী,—তখন চন্দ্রবদনীটা একেবারে সাফ ছেড়ে দিয়েচে। যারা প্রবীণ ডাক্তার, তারা বলে এইটেই হোলো মরণের লক্ষণ। বড় বৌ, নিশ্চয় জেনো, বন্ধুমহলে আমিও যখন প্রলাপ বকি, তোমাকে যা না ব'ল্‌বার তাই বলি, তখন সেটা প্রণয়ের ডিলীরিয়ম্‌, তখন বাঁধা আদরের ভাষায় একেবারে কুলোয় না—গাল দিতে না পারলে ভালোবাসার ইষ্টিমের চাপে বুক ফেটে যায়—বিশ্রী রকমের একৃসিডেণ্ট হ'তে পারে। নাড়ী রসস্থ হ'লে তাতে ভাষা যে কী রকম এলোমেলো হ'য়ে ওঠে তা সেই ডাক্তারই বোঝে রসবোধেব যে একে-বারে এম্‌, ডি।

ক্ষান্তমণি

রক্ষে করো, আমার অতো ডাক্তারি জানা নেই।

চন্দ্র

সে তো ব্যবহারেই বুঝ্‌তে পারি—নইলে লয়াল্‌টিকে সিডিশন ব'লে সন্দেহ ক'রবে কেন ? কিন্তু নিশ্চয় রুগীর দশা তোমাকেও মাঝে মাঝে ধরে। আচ্ছা কলতলায় দাঁড়িয়ে তুমি কখনো পদ্ম ঠাকুরঝিকে বলনি—

"আমার এমনি কপাল যে বিয়ে ক'রে ইস্তিক সুখ কাকে বলে একদিনের তরে জানলুম না?" আমার কানে যদি সে কথা আস্‌ত তা হ'লে আনন্দে শরীর রোমাঞ্চিত হ'য়ে উঠত।

ক্ষান্ত

আমি পদ্ম ঠাকুরঝিকে কখ্‌খনো অমন কথা বলিনি!

চন্দ্র

আচ্ছা তা হ'লে সাফ চাদরটা এনে দাও।

ক্ষান্ত

(চাদর আনিয়া দিয়া) তুমি বাইরে বেরুচ্চ যদি, চুলগুলো কাগের বাসার মতো ক'রে বেরিয়োনা। একটু বোসো তোমার চুল ঠিক ক'রে দিই। (চিরুণী ব্রুস লইয়া আঁচড়াইতে প্রবৃত্ত)।

চন্দ্র

হয়েচে, হয়েচে!

ক্ষান্ত

না হয়নি—একদণ্ড মাথা স্থির ক'রে রাখ দেখি!

চন্দ্র

তোমার সাম্‌নে আমার মাথার ঠিক থাকে না, দেখতে দেখতে ঘুরে যায়—

ক্ষান্ত

অত ঠাট্টায় কাজ কি! না হয় আমার রূপ নেই গুণ নেই—একটা ললিতলবঙ্গলতা খোঁজ ক'রে আন গে—আমি চ'ললুম।

[ চিরুণী ব্রুস ফেলিয়া দ্রুত প্রস্থান।

চন্দ্র

এখন আর সময় নেই, ফিরে এসে রাগ ভাঙ্গাতে হবে।

বিনোদ

( নেপথ্য হইতে ) ওহে ! আর কতক্ষণ বসিয়ে রাখবে ? তোমাদের প্রেমাভিনয় সাঙ্গ হ'লো কি ?

চন্দ্র

এইমাত্র যবনিকা পতন হ'য়ে গেলো ! হৃদয়বিদারক ট্রাজেডি !

[ প্রস্থান ।

---

## তৃতীয় দৃশ্য

নিবারণের বাড়ী

নিবারণ ও শিবচরণ

নিবারণ

তবে তাই ঠিক রইল ? এখন আমার ইন্দুমতীকে তোমার গদাইয়ের পছন্দ হ'লে হয় ।

শিব

সে বেটার আবার পছন্দ কি ! বিয়েটা তো আগে হ'য়ে যাক্, তারপর পছন্দ সময়মত পরে ক'র্‌লেই হবে !

নিবারণ

না ভাই, কালের যে রকম গতি সেই অনুসারেই চ'ল্‌তে হয় ।

শিব

তা হোক্ না কালের গতি—অসম্ভব কখনো সম্ভব হ'তে পারে না । এখন ভেবেই দেখনা, যে ছোঁড়া পূর্ব্বে একবারো বিবাহ করেনি সে

স্ত্রী চিনবে কী ক'রে ? পাট না চিনলে পাটের দালালি করা যায় না, আর স্ত্রীলোক কি পাটের চেয়ে সিধে জিনিষ ! আজ পঁয়ত্রিশ বৎসর হ'ল আমি গদাইয়ের মাকে বিবাহ ক'রেচি, তার থেকে পাঁচটা বৎসর বাদ দাও—তিনি গত হয়েচেন সে আজ বছর পাঁচেকের কথা হবে—যাহোক তিরিশটা বৎসর তাকে নিয়ে চালিয়ে এসেচি—আমি আমার ছেলের বৌ পছন্দ ক'র্‌তে পারবো না আর সে ছোঁড়া ভূমিষ্ঠ হ'য়েই আমার চেয়ে পেকে উঠল ! তবে যদি তোমার মেয়ের কোনো ধনুর্ভঙ্গ পণ থাকে, আমার নিমাইকে যাচিয়ে নিতে চান সে আলাদা কথা !

নিবারণ

নাঃ, আমার মেয়ে কোনো আপত্তিই ক'রবে না, তাকে যা ব'লবো সে তাই শুনবে। আর একটি কথা তোমাকে বলা উচিত। আমার মেয়েটির কিছু বয়স হ'য়েচে।

শিব

আমিও তাই চাই। ঘরে যদি গিন্নি থাক্‌তেন, তা হ'লে বৌমা ছোটো হ'লে ক্ষতি ছিল না।—এখন এই বুড়োটাকে যত্ন করে আর ছেলেটাকে কড়া শাসনে রাখতে পারে, এমন একটি মেয়ে না হ'লে সংসারটি গেলো।

নিবারণ

তা হ'লে তোমার একটি অভিভাবকের নিতান্ত দরকার দেখচি।

শিব

হাঁ ভাই, মা ইন্দুকে বোলো আমার গদাইয়ের ঘরে এলে এই বুড়ো নাবালকটিকে প্রতিপালনের ভার তাঁকেই নিতে হবে। তখন দেখবো তিনি কেমন মা।

নিবারণ

তা ইন্দুর সে অভ্যাস আছে। বহুকাল একটি আস্ত বুড়ো বাপ

তারই হাতে পড়েচে। দেখতেই তো পাচ্চ ভাই, খাইয়ে দাইয়ে বেশ একরকম ভালো অবস্থাতেই রেখেচে।

শিব

তাই তো। তাঁর হাতের কাজটিকে দেখে তারিফ ক'র্‌তে হয়। যাহোক্‌ আজ তবে আসি। গুটিদুয়েক রোগী এখনো ম'র্‌তে বাকী আছে।

[ প্রস্থান।

( ইন্দুমতীর প্রবেশ )

ইন্দু

ও বুড়োটি কে এসেছিল বাবা—

নিবারণ

কেন মা বুড়ো বুড়ো ক'র্‌ছিস্‌—তোর বাবাও তো বুড়ো।

ইন্দু

( নিবারণের পাকা চুলের মধ্যে হাত বুলাইয়া ) তুমি তো আমাদের আদ্যিকালের বদ্যি বুড়ো, তোমার সঙ্গে কার তুলনা! কিন্তু ওকেতো কখনো দেখিনি।

নিবারণ

ওর সঙ্গে ক্রমে খুবই পরিচয় হবে—

ইন্দু

আমি খুব পরিচয় ক'র্‌তে চাইনে।

নিবারণ

তোর এ বাবা পুরোণো ঝর ঝরে হ'য়ে এসেছে, একবার বাবা বদল ক'রে দেখ্‌বিনে ইন্দু?

ইন্দু

তবে আমি চ'ল্‌লুম।

নিবারণ

না না, শোন না। তোরই যেন বাবার দরকার নেই আমার একটি বাপের পদ খালি আছে—তাই আমি একটি সন্ধান ক'রে বের ক'রেচি মা।

ইন্দু

তুমি কী ব'কচো বুঝতে পারচিনে!

নিবারণ

নাঃ, তুমি আমার তেমনি হাবা মেয়ে কি না। সব বুঝতে পেরেছিস কেবল দুষ্টুমি।

( ভৃত্যের প্রবেশ )

ভৃত্য

তিনটি বাবু এসেচে দেখা ক'রতে।

ইন্দু

তাদের যেতে ব'লে দে। সকাল থেকে কেবলই বাবু আসচে!

নিবারণ

না, না, ভদ্রলোক এসেচে, দেখা করা চাই!

ইন্দু

তোমার যে নাবার সময় হ'য়েচে।

নিবারণ

একবার শুনে নিই কী জন্যে এসেচেন, বেশি দেরী হবে না—

ইন্দু

তুমি একবার গল্প পেলে আর উঠতে চাইবে না, আবার কালকের মতো খেতে দেরী ক'রবে। আচ্ছা আমি ঐ পাশের ঘরে দাঁড়িয়ে রইলুম, পাঁচ মিনিট বাদে ডেকে পাঠাব।

নিবারণ

তোর শাসনের জ্বালায় আমি আর বাঁচিনে। চাণক্যের শ্লোক জানিস্ তো! প্রাপ্তে তু ষোড়শেবর্ষে পুত্রং মিত্রবদাচরেৎ তা আমার কি সে বয়স পেরোয়নি?

[ ইন্দুর প্রস্থান।

নিবারণ

( ভৃত্যের প্রতি ) বাবুদের ডেকে নিয়ে আয়।

( চন্দ্রকান্ত, বিনোদবিহারী ও গদাইয়ের প্রবেশ )

নিবারণ

এই যে চন্দ্র বাবু! আস্তে আজ্ঞা হোক্। আপনারা সকলে বসুন। ওরে তামাক্ দিয়ে যা!

চন্দ্র

আজ্ঞে না, তামাক থাক্!

নিবারণ

তা, ভালো আছেন চন্দ্রবাবু?

চন্দ্র

আজ্ঞে হাঁ, আপনার আশীর্ব্বাদে একরকম আছি ভালো।

নিবারণ

আপনাদের কোথায় থাকা হয়?

বিনোদ

আমরা ক'লকাতাতেই থাকি।

চন্দ্র

মহাশয়ের কাছে আমাদের একটি প্রস্তাব আছে।

নিবারণ

( শশব্যস্ত হইয়া ) কী বলুন!

চন্দ্র

মহাশয়ের ঘরে আদিত্যবাবুর যে অবিবাহিত কন্যাটি আছেন তাঁর জন্যে একটি সৎপাত্র পাওয়া গেছে—যদি অভিপ্রায় করেন—

নিবারণ

অতি উত্তম কথা। পাত্রটি কে?

চন্দ্র

বিনোদবিহারীবাবুর নাম শুনেছেন বোধ করি।

নিবারণ

বিলক্ষণ! তা আর শুনিনি! তিনি আমাদের দেশের একজন প্রধান লেখক। জ্ঞানরত্নাকর তো তাঁরি লেখা!

চন্দ্র

আজ্ঞে না! সে বৈকুণ্ঠ বসাক ব'লে একটি লোকের লেখা।

নিবারণ

তাই বটে! আমার ভুল হ'য়েছে। তবে "প্রবোধ লহরী?" আমি ঐ দুটোতে বরাবর ভুল ক'রে থাকি!

চন্দ্র

আজ্ঞে না! প্রবোধলহরী তাঁর লেখা নয়—সেটা কার ব'ল্‌তে পারিনে!

নিবারণ

তবে তাঁর একখানা বইয়ের নাম করুন দেখি!

চন্দ্র

"কানন-কুসুমিকা", দেখেছেন কি?

নিবারণ

"কানন-কুসুমিকা", না, দেখিনি! নামটি অতি সুললিত। বাঙ্গলা বই কবে সেই বাল্যকালে পড়তেম—তখন অবশ্যই কানন-

কুসুমিকা পড়ে থাক্‌ব, স্মরণ হ'চ্চে না। তা বিনোদবাবুর পুত্রের বয়স কত হবে, ক'টি পাশ ক'রেচেন তিনি?

চন্দ্র

মশায় ভুল ক'রেচেন। বিনোদবাবুর বয়স অতি অল্প। তিনি এম-এ পাশ ক'রে সম্প্রতি বি-এল্ উত্তীর্ণ হ'য়েচেন। বিবাহ হয় নি। তাঁরই কথা মহাশয়কে ব'ল্‌ছিলুম। তা আপনার কাছে প্রকাশ ক'রে বলাই ভালো—এই এর নাম বিনোদবাবু।

নিবারণ

আপনি বিনোদবাবু! আজ আমার কী সৌভাগ্য! আমি মেয়েদের কাছে শুনেছি আপনি দিব্যি লিখ্‌তে পারেন।

চন্দ্র

তা, এর সঙ্গে আপনার ভাইঝির বিবাহ দিতে যদি আপত্তি না থাকে—

নিবারণ

আপত্তি! আমার পরম সৌভাগ্য!

চন্দ্র

তা হ'লে এ সম্বন্ধে যা যা স্থির ক'র্‌বার আছে কাল এসে মহাশয়ের সঙ্গে কথা হবে!

নিবারণ

যে আজ্ঞে। কিন্তু একটা কথা ব'লে রাখি—মেয়েটির বাপ টাকা কড়ি কিছু রেখে যেতে পারেন নি। তবে এই পর্য্যন্ত ব'ল্‌তে পারি এমন লক্ষ্মী মেয়ে আর পাবেন না।

চন্দ্র

তবে অনুমতি হয় তো, এখন আসি।

নিবারণ

এত শীঘ্র যাবেন? বলেন কি? আর একটু বসুন না!

চন্দ্র

আপনার এখনো নাওয়া খাওয়া হয় নি—

নিবারণ

সে এখন ঢের সময় আছে! বেলা তো বেশি হয় নি—

চন্দ্র

আজ্ঞে বেলা নিতান্ত কম হয় নি—এখন যদি আজ্ঞা করেন তো উঠি।

নিবারণ

তবে আসুন। দেখুন চন্দর বাবু, মতি হালদারের ঐ যে কুসুম-কানন, না কি বইখানা বল্লেন ওটা লিখে দিয়ে যাবেন তো—

চন্দ্র

কাননকুসুমিকা? বইখানা পাঠিয়ে দেব কিন্তু সেটা মতি হালদারের নয়—

নিবারণ

তবে থাক্। বরঞ্চ বিনোদবাবুর একখানা প্রবোধলহরী যদি থাকে তো একবার—

চন্দ্র

প্রবোধলহরী তো—

বিনোদ

আঃ থাম না। তা, যেআজ্ঞে, আমিই পাঠিয়ে দেব। আমার প্রবোধলহরী, বারবেলাকথন, তিথিদোষখণ্ডন, প্রায়শ্চিত্তবিধি, এবং নূতন পঞ্জিকা আপনাকে পাঠিয়ে দেব।

নিবারণ

দেখুন বিনোদবাবুর একখানি ফটোগ্রাফ পাওয়া যায় কি? তা হ'লে কমলকে একবার—

চন্দ্র

ফটোগ্রাফ সঙ্গেই এনেচি, কিন্তু এতে আমাদের তিন জনেরই ছবি আছে।

নিবারণ

তা হোক, ছবিটি দিব্যি উঠেচে, এতেই কাজ চ'ল্‌বে।

চন্দ্র

তা হ'লে আজ্ঞা হয় তো আসি।

[ প্রস্থান।

নিবারণ

নাঃ লোকটার বিদ্যে আছে। বাঁচা গেল, একটি মনের মতো সৎপাত্র পাওয়া গেল। কমলের জন্য আমার বড়ো ভাবনা ছিল!

( ইন্দুর প্রবেশ )

ইন্দু

বাবা তোমার হ'ল?

নিবারণ

ও ইন্দু, তুই তো দেখ্‌লিনে—তোরা সেই যে বিনোদবাবুর লেখার এত প্রশংসা করিস্, তিনি আজ এসেছিলেন।

ইন্দু

আমার তো আর খেয়ে দেয়ে কাজ নেই, তোমার এখানে যত রাজ্যির অকেজো লোক এসে জোটে আর আমি আড়াল থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে তাদের দেখি! আচ্ছা বাবা, চন্দ্রবাবু বিনোদবাবু ছাড়া আর একটি যে লোক এসেছিল—বদ্ চেহারা লক্ষ্মীছাড়ার মতো দেখ্‌তে, চোখে চশমাপরা, সে কে?

নিবারণ

তুই যে ব'ল্‌ছিলি আড়াল থেকে দেখিস্‌নে? বদ্‌চেহারা আবার

কার দেখলি ? বাবুটি তো দিব্যি বেশ ফুটফুটে কার্ত্তিকটির মতো দেখ্‌তে। তাঁর নামটি কি জিজ্ঞাসা করা হয় নি !

ইন্দু

তাকে আবার ভালো দেখতে হ'লো ? দিনে দিনে তোমার কী যে পছন্দ হ'চ্চে বাবা। এখন নাইতে চলো।

( নিবারণের প্রস্থান )

নাঃ ওঁর নামটা জান্‌তেই হ'চ্চে—নিশ্চয় ক্ষান্ত দিদি ব'ল্‌তে পারবেন।

ইন্দু

বাবা, শোনো শোনো। ( নিবারণের পুনঃপ্রবেশ ) ওরা তোমাকে বিনোদবাবুর একটা ফটোগ্রাফ দিয়ে গেল না ?

নিবারণ

হাঁ, এতে তিন বন্ধুরই ছবি আছে।

ইন্দু

তাতে ক্ষতি নেই। ওটা আমাকে দাও না, আমি দিদিকে দেখাব।

নিবারণ

ভেবেছিলুম আমিই নিজে দেখাব।

ইন্দু

না, বাবা, আমি দেখাব, বেশ মজা হবে।

নিবারণ

এই নে মা, কিন্তু ওকে নিয়ে বেশি ঠাট্টা করিস্‌নে।

ইন্দু

বাবা, আমার সঙ্গে চব্বিশ ঘণ্টা বাস ক'র্‌চে, আর যাই হোক্‌, ঠাট্টায় ওর আর বিপদের আশঙ্কা নেই।

[ নিবারণের প্রস্থান।

ইন্দু

কমল দিদি, কমল দিদি।

( কমলের প্রবেশ )

কমল

কি ইন্দু ?

ইন্দু

আর দেরি কোরোনা।

কমল

কেন, কি ক'র্‌তে হবে বল্‌না।

ইন্দু

এখন কাব্যশাস্ত্রমতে কমলকে বিকশিত হ'য়ে উঠতে হবে।

কমল

কেন বল্‌ত ?

ইন্দু

খড়খড়ের ফাঁক দিয়ে যাঁর অরুণ রেখার আভাস পাওয়া যাচ্ছিল, সেই দিনমণি উঠে পড়েচেন তোমার ভাগ্য-গগনে।

কমল

তুই খবর পেলি কোথা থেকে।

ইন্দু

স্বয়ং দিনমণির কাছ থেকে।

কমল

একটু স্পষ্ট ভাষায় কথা ক'।

ইন্দু

আমার চেয়ে ঢের বেশি অস্পষ্ট ভাষায় যিনি কথা ক'ন সেই কবি স্বয়ং এই ঘরে পরিদৃশ্যমান হ'য়েছিলেন।

কমল

কী কারণে ?

ইন্দু

তোমার উপর করক্ষেপ ক'র্‌বার দাবী জানিয়ে যেতে। এতদিন যিনি ছিলেন তোমার কানের সোনা, এখন তিনি হবেন তোমার নয়নের মণি, বাবার কাছে স্বয়ং দরবার জানিয়ে গেছেন। তোমার মনের মানুষ এখন থেকে তোমারই কোণের মানুষ হবার উমেদার, কথাবার্ত্তা ঠিকঠাক হ'য়ে গেছে। সুখবর কিনা বলো, দিদি।

কমল

এখনো ব'ল্‌বার সময় হয় নি।

ইন্দু

বলিস্ কি, ভাই ? কাব্যের চেয়ে কবির দাম বেশি নয় ?

কমল

দামের তুলনা ক'র্‌ব কী ক'রে ? দুটো জিনিষ এক জাতের নয় যেমন মধু আব মধুকর।—

ইন্দু

সে কথা মানি, যেমন বাঁশ আব বাঁশি। বাঁশি যেরকম ক'রে বাজে, বাঁশ ঠিক তার বিপরীত ভাবে অন্তরে বাহিরে বাজতে পারে। তাহ'লে কী করা কর্ত্তব্য এই বেলা বলো। এখনো সময় আছে। না হয় বাবাকে ব'লে আসি, যে, কাব্যের মধ্যে শুধু কথার মিল চাই, সেটাতে ভুল হ'লেও চ'লে, কিন্তু কবির মধ্যে চাই প্রাণের মিল, সেটাতে ভুল হ'লে সাংঘাতিক। কাজ নেই দিদি, স্বয়ং দেখে শুনে পছন্দ ক'রে নাও। ছবিটা দেখে তার ভূমিকা ক'র্‌তে পাবো।

কমল

এর মধ্যে তো এক জন দেখচি চন্দর বাবু।

ইন্দু

বাকি দুজনের মধ্যে কে বিনোদ বাবু আন্দাজ কর্ দেখি। এর মধ্যে কেইবা কোকিল কেইবা কাক, কেইবা কবি কেইবা অকবি বল্ দেখি?

কমল

তোর মতো এমন সূক্ষ্ম দৃষ্টি আমার নেই ভাই।

ইন্দু

অচ্ছা এই নে, তোর ডেস্কের উপর রাখ, চেয়ে দেখ্তে দেখতে ভক্তের ধ্যানদৃষ্টিতে সত্য আপনি প্রকাশিত হবে। দময়ন্তী ছ'জনের মধ্যে নলকে চিনে নিয়েছিলেন, তোর তো কেবল দু'জন।

কমল

অত চিন্তায় অত ধ্যানে আমার দরকার নেই।

ইন্দু

বলিস্ কি দিদি?

কমল

আমি তো স্বয়ম্বরা হ'তে যাচ্ছিনে বোন। তা আমার আবার পছন্দ! দুটো একটা কাপড় চোপড় ছাড়া জীবনের ক'টা জিনিষই বা নিজের পছন্দ অনুসারে পাওয়া গেছে! আপনাকেই আপনি পছন্দ ক'রে নিতে পারিনি।

ইন্দু

তুই ভাই কথায় কথায় বড়ো বেশি গম্ভীর হ'য়ে পড়িস, বিনোদের কাছে যদি অম্‌নি ক'রে থাকিস্ তা হ'লে সে তোর সঙ্গে প্রেমালাপ ক'র্তে সাহস ক'র্বে না—

কমল

সে জন্য না হয় তুই নিযুক্ত থাকিস্।

ইন্দু

তাহ'লে যে তোর গাম্ভীর্য্য আরো সাতগুণ বেড়ে যাবে। দেখ্ ভাই, তুই তো একটা পোষা কবি হাতে পেলি এবার তাকে দিয়ে তোর নিজের নামে কবিতা লিখিয়ে নিস্—যতক্ষণ পছন্দ না হয় ছাড়িস্নে। নিজের নামে কবিতা দেখ্‌লে কী রকম লাগে কে জানে।

কমল

মনে হয় আমার নাম ক'রে আর কাকে লিখচে। তোর যদি সখ থাকে, আমি তোর নামে একটা লিখিয়ে নেব।

ইন্দু

তুমি কেন, সে আমি নিজে ক'রে নেব। আমাদের যে সম্পর্ক আমি যে কান ধ'রে লিখিয়ে নিতে পারি। তুমি তো তা পা'র্‌বে না। আপাতত ছবিটা তোর কাছে রাখ।

কমল

ছবিতে আমার দরকার নেই।

ইন্দু

নেই দরকার? তবে ওটা আমার রইল? সর্ব্বস্বত্ব ত্যাগ ক'র্‌লে?

কমল

কেন বল দেখি? এতো উৎসাহ কেন তোর?

ইন্দু

সেদিন নাম খুঁজছিলুম, রূপও তো খুঁজতে হবে। এই ছবির মধ্যে যদি নামে রূপে মিল হ'য়ে যায়?

কমল

অর্থাৎ?

ইন্দু

অর্থাৎ ( গদাইয়ের ছবি দেখাইয়া ) এর নাম যদি গদাই না হয়, যদি

কুমুদ কিম্বা পরিমল, কিম্বা কিশলয়, কিম্বা কোকনদ কিম্বা কপিঞ্জল হ'য়ে দাঁড়ায় ?

কমল

তা হ'লেই চুকে যাবে ?

ইন্দু

একেবারে চুকে না যাক্‌, মিউজিয়মে একটা প্রথম স্পেসিমেন্‌ পাওয়া যাবে তো ?

কমল

আচ্ছা তোর স্পেসিমেন্‌ জমা কর্‌—আপাতত তোর চুল বেঁধে দিইগে চল্‌।

---

# দ্বিতীয় অঙ্ক

## প্রথম দৃশ্য

চন্দ্রের অন্তঃপুর

ক্ষান্তমণি ও ইন্দুমতী

ইন্দু

তোমার স্বামী আদর ক'রেই ঠাট্টা করে, সে কি আর সত্যি ?

ক্ষান্ত

না ভাই, ঠাট্টা কি সত্যি বুঝতে পারিনে। আর সত্যি হবারই বা আটক কী। নিজে তো জানি নিজের গুণ কত !

ইন্দু

তোমার স্বামীর আবার তেমনি সব বন্ধু জুটেছে, তারাই পাঁচ জনে পাঁচ কথা ব'লে তাঁর মন উতলা ক'রে দেয়। বিশেষ সেদিন বিনোদ বাবু আর তোমার স্বামীর সঙ্গে আর একটি কে বাবু আমাদের বাড়িতে গিয়েছিল, তাকে দেখে আমার আদবে ভালো লাগ্‌ল না। লোকটা কে ভাই ?

ক্ষান্ত

কি জানি ভাই ! বন্ধু একটি আধটি তো নয়, সবগুলোকে আবার চিনিও নে।

ইন্দু

এই দেখ্ না তার ছবি। ( কাপড় খুঁজিয়া ) একি হ'লো ? এই যাঃ, কোথায় ফেল্‌লুম ?

ক্ষান্ত

কী ফেল্‌লি ?

ইন্দু

ফোটোগ্রাফ।

ক্ষান্ত

কা'র ?

ইন্দু

বিনোদ বাবুর! নিশ্চয় তোমাদের এই গলি পার হ'য়ে আস্‌বার সময় রাস্তায় প'ড়ে গেছে। আমি যাই খুঁজে আনি গে।

ক্ষান্ত

ছি ছি রাস্তার মাঝে ছবি খুঁজতে গিয়ে লোক দাঁড় করিয়ে দিবি যে ? সে ছবির এতই কিসের কদর ?

ইন্দু

হায় হায়, দিদি যদি কেঁদে কেটে অনর্থপাত করে ?

ক্ষান্ত

তোর দিদি, কমল ?

ইন্দু

হাঁ গো, তার হৃদয় তো পাষাণ নয়, সে যে বড়ো কোমল, কি জানি আজ থেকে যদি সে হাঙ্গার-ষ্ট্রাইক সুরু করে ?

ক্ষান্ত

সে আবার কী ?

ইন্দু

যাকে সংস্কৃত ভাষায় বলে প্রায়োপবেশন।

ক্ষান্ত

আর জ্বালাস্‌ নে, বাংলা ভাষায় কী বলে তাই বল্‌না।

ইন্দু

তাকে বলে উপোষ ক'রে মরা।

ক্ষান্ত

আমি যেন কমলকে জানিনে—তুই হ'লেও বা সম্ভব হোত। কেন ভাই আসল জিনিষ যখন ধরা দিয়েছে, তখন ছবিটার এত খোঁজ কেন?

ইন্দু

আসল জিনিষকে ডেস্কে বসিয়ে রাখা যায় না, দেরাজে বন্ধ করা চলে না। আসল জিনিষের মেজাজের ঠিক নেই—বেশি ক্ষিধে পেলে ভালোবাসার কথা তার মনে থাকে না, বেশি ভালোবাসা পেলে অস্থির ক'রে তোলে—কিন্তু—

ক্ষান্ত

আচ্ছা আচ্ছা, তোর সেই "কিন্তু" এত বেশি দুর্লভ নয়।

ইন্দু

ক্ষান্তদিদি, তোমার সেই বন্ধু তিনটির মধ্যে তৃতীয় ব্যক্তিটি কে বলো না?

ক্ষান্ত

খুব সম্ভব গদাই। সে ওদের সঙ্গে প্রায়ই থাকে বটে।

ইন্দু

বাজি রাখতে পারি সে গদাই নয়। তার নাম যদি গদাই হয় তাহ'লে আমার নাম মাতঙ্গিনী।

ক্ষান্ত

তাহ'লে ললিত।

ইন্দু

এই এতক্ষণে নামটা পাওয়া গেল। ললিত তার আর সন্দেহ নেই।

ক্ষান্ত

চেহারাটা সুন্দর তো ?

ইন্দু

সুন্দর বই কি ।

ক্ষান্ত

পাৎলা, চোখে চশমা আছে ?

ইন্দু

হাঁ হাঁ চশমা আছে । আর সব কথাতেই মুচকে মুচকে হাসে ।

ক্ষান্ত

তবে আমাদের ললিত চাটুজ্জে, তাতে আর সন্দেহ নেই ।

ইন্দু

ললিত চাটুজ্জে না-হ'য়ে যায় না । বাজি রাখ্‌তে পারি ।

ক্ষান্ত

কলুটোলার নৃত্যকালী চাটুজ্জের ছেলে । ছোকরাটি কিন্তু মন্দ নয় ভাই । এম, এ পাস ক'রে জলপানী পাচ্চে ।

ইন্দু

জলপানী পাবার মতোই চেহারা বটে । তা ওদের ঘরে স্ত্রী পুত্র পরিবার কেউ নেই না কি ? লক্ষ্মীছাড়ার মতো টো টো ক'রে বেড়ায় কেন ?

ক্ষান্ত

স্ত্রী পুত্র থেকেই বা কী হয় । ওর্ তো তবু নেই । বলে যে রোজ-গার না ক'রে বিয়ে ক'র্‌বে না ।

ইন্দু

জানিস্ ক্ষান্ত দিদি, ওদের তিনজনের ছবিতে যেন তিন কাল মূর্ত্তি-মান । চন্দ্র বাবু অতীত, বিনোদ বাবু বর্ত্তমান, আর ললিত বাবু ভাবী ।

ক্ষান্ত

ভাবী ? কার ভাবী লো ?

ইন্দু

সে কথাটা রইল ভবিষ্যতের গর্ভে।

ক্ষান্ত

দেখ ভাই ইন্দু, তোকে সত্যি ক'রে বলি। তোরা তো আমাকে বঙ্কিম বাবুর বইগুলো পড়ালি, ভেবেছিলুম একটুও বুঝতে পারব না— কিন্তু বেশ লাগ্‌ছে।

ইন্দু

এই দেখ মুস্কিলে ফেল্‌লি তো। তোর মনটা এখন আয়েষা হ'য়ে দাঁড়িয়েচে—কিন্তু ওজনমতো জগৎ সিংহ পাবি কোথা ?

ক্ষান্ত

তা বলিস্‌নে ইন্দু। আমি যে রকম মাপের আয়েষা, সে রকম মাপের জগৎ সিংহও ঘরে মজুদ আছে। কিন্তু—

ইন্দু

চালচলনটা দোরস্ত হয় নি। মনে মনে আয়েষা হ'য়েচ, ব্যবহারে আয়েষাগিরি ক'রে উঠতে পার্‌চ না।

ক্ষান্ত

কতকটা তাই বটে।

ইন্দু

প্র্যাকটিকাল এডুকেশনটা হয় নি আর কি। কিছু দিন প্র্যাকটিস চাই।

ক্ষান্ত

তোর ইংরিজি আমি বুঝ্‌তে পারিনে ভাই।

ইন্দু

আমার বক্তব্য হ'চ্চে. বঙ্কিমের কাছে মন্ত্র পেয়েচ, আমার কাছ থেকে তার সাধনা পেতে হবে।

ক্ষান্ত

তোমার কাচ থেকে?

ইন্দু

আমার কাছ থেকে হ'লেই নিরাপদ হবে। মনুসংহিতার সঙ্গে বঙ্কিমবাবুর মিল রক্ষা ক'রেই আমি তোমাকে শিক্ষা দেব। আজ এখানি হোক্ হাতে খড়ি। আচ্ছা এক কাজ করা যাক্। মনে কর আমি চন্দ্রবাবু, আপিস থেকে ফিরে এসেচি, ক্ষিধেয় প্রাণ বেরিয়ে যাচ্চে—তার পর তুমি কী ক'রবে বল দেখি?—রোস ভাই, চন্দ্রবাবুর ঐ চাপকান আর শামলটা পরে' নিই, নইলে আমাকে চন্দ্রবাবু মনে হবে না। ( আপিসের বেশ পরিধান ও ক্ষান্তের উচ্চহাস্য )

ইন্দু

ক্ষান্তমণি, স্বামীর প্রতি পরিহাস অত্যন্ত গর্হিত কার্য্য। পতিব্রতা রমণী কদাপি উচ্চহাস্য করেন না। কোনো কারণে হাস্য অনিবার্য্য হইলে সাধ্বী স্ত্রী প্রথমে স্বামীর অনুমতি লইয়া পরে বদনে অঞ্চল দিয়া নয়ন নত করিয়া ঈষৎ স্মিতহাস্য হাসিতে পারেন। এই গেল মনু-সংহিতা, এবার এসো নবীন কবির গীতিকাব্যে। আমি আপিস থেকে ফিরে এসেচি—এখন তোমার কী কর্ত্তব্য বল।

ক্ষান্ত

প্রথমে তোমার চাপকানটি এবং শামলাটি খুলে দিই, তার পরে জল খাবার,—

ইন্দু

নাঃ, তোমার কিছু শিক্ষা হয় নি। আচ্ছা, তুমি তবে চন্দ্রবাবু সাজো, আমি তোমার স্ত্রী সাজচি—

ক্ষান্ত

না ভাই, সে আমি পারব না—

ইন্দু

আচ্ছা, তবে আর একবার চেষ্টা করো। বড়ো বৌ, চাপকানটা খুলে আমার ধুতি চাদরটা এনে দাও তো!

ক্ষান্ত

( উঠিয়া ) এই দিচ্চি।

ইন্দু

ও কি ক'রচ! তুমি ঐখানে হাতের উপর মাথা রেখে ব'সে থাক—বলো—নাথ, আজ সন্ধেবেলায় কী সুন্দর বাতাস দিচ্চে! আজ আর কিছুতে মন লাগচেনা, ইচ্ছে ক'রচে পাখী হ'য়ে উড়ে যাই।

ক্ষান্ত

( যথাশিক্ষিত ) নাথ, আজ সন্ধেবেলায় কী সুন্দর বাতাস দিচ্চে। আজ আর কিছুতে মন লাগ্‌চেনা, ইচ্ছে ক'বচে পাখী হ'য়ে উড়ে যাই!

ইন্দু

কোথায় উড়ে যাবে? তার আগে আমায় লুচি দিয়ে যাও, ভারি ক্ষিদে পেয়েচে—

ক্ষান্ত

( তাড়াতাড়ি উঠিয়া ) এই দিচ্চি—

ইন্দু

এই দেখ, সব মাটি ক'র্‌লে! অস্থানে মনুসংহিতা এসে পড়ে।—তুমি যেমন ছিলে তেমনি থাকো—বলো, লুচি? কই, লুচি তো আজ ভাজি নি! মনে ছিল না। আচ্ছা, লুচি কাল হবে এখন! আজ, এস, এখানে এই মধুর বাতাসে ব'সে—

চন্দ্র

( নেপথ্য হইতে ) বড় বৌ !

ইন্দু

ঐ চন্দ্রবাবু আস্‌চেন ! আমাকে দেখ্‌তে পেয়েচেন বোধ হলো ! তুমি বোলো তো ভাই, বাগবাজারের চৌধুরীদের কাদম্বিনী। আমার পরিচয় দিয়ো না লক্ষ্মীটি মাথা খাও।

( পলায়ন )

পার্শ্বের ঘর

গদাই আসীন

( চাপকান শামলাপরা ইন্দুর ছুটিয়া প্রবেশ )

গদাই

এ কি !

ইন্দু

ছি ছি আর একটু হ'লেই চন্দ্রবাবুর কাছে এই বেশে ধরা পড়তুম। তিনি কী মনে ক'রতেন ? আমাকে বোধ হয় দেখতে পান নি ? ( হঠাৎ গদাইকে দেখিয়া ) ওমা, এযে সেই ললিতবাবু। আর তো পালাবার পথ নেই ! ( সামলাইয়া লইয়া ধীরে ধীরে চাপকান-শামলা খুলিয়া গদাইয়ের প্রতি ) তোমার বাবুর এই শাম্‌লা, আর এই চাপকান। সাবধান ক'রে রেখো, হারিও না। আর শীগ্‌গির দেখে এসো দেখি বাগবাজারের চৌধুরী বাবুদের বাড়ি থেকে পাল্কী এসেচে কি না।

গদাই

( হাসিয়া ) যে আজ্ঞা।

[ প্রস্থান।

ইন্দু

ছি ছি! ললিতবাবু কী মনে ক'রলেন! যা হোক্ আমাকে তো চেনেন না। ভাগ্যিস্ হঠাৎ বুদ্ধি যোগাল, বাগবাজারের চৌধুরীদের নাম ক'রে দিলুম। চন্দ্রবাবুর এ বাসাটিও হ'য়েচে তেমনি। অন্দর বাহির সব এক! এখন আমি কোন্ দিক্ দিয়ে পালাই! ওই আবার আসচে, মানুষটি তো ভালো নয়!

( গদাইয়ের প্রবেশ )

গদাই

ঠাকরুণ, পাল্কী তো আসে নি। এখন কী আজ্ঞা করেন।

ইন্দু

এখন তুমি তোমার কাজে যেতে পার। না, না, এ যে তোমার মনিব এ দিকে আস্‌চেন। ওঁকে আমার খবর দেবার কোনো দরকার নেই, আমার পাল্কী নিশ্চয় এসেচে।

[ প্রস্থান।

গদাই

কী চমৎকার রূপ! আর কী উপস্থিত বুদ্ধি! বা, বা! আমাকে হঠাৎ একদম চাকর বানিয়ে দিয়ে গেল—সেও আমার পরম ভাগ্য! বাঙালীর ছেলে চাকরি ক'রতেই জন্মেছি; কিন্তু এমন মনিব কি অদৃষ্টে জুটবে! নির্লজ্জতাও ওকে কেমন শোভা পেয়েছে। আহা, এই শাম্‌লা আর এই চাপকান চন্দরকে ফিরিয়ে দিতে ইচ্ছে ক'রচেনা। বাগবাজারের চৌধুরী! সন্ধান নিতে হ'চ্চে!

( চন্দ্রের প্রবেশ )

চন্দ্র

তুমি এ ঘরে ছিলে না কি? তবে তো দেখেচ?

গদাই

চক্ষু থাক্‌লেই দেখ্‌তে হয়—কিন্তু কে বলো দেখি?

চন্দ্র

বাগবাজারের চৌধুরীদের মেয়ে কাদম্বিনী। আমার স্ত্রীর একটি বন্ধু।

গদাই

ওর স্বামী বোধ করি স্বাধীনতাওয়ালা?

চন্দ্র

ওঁর আবার স্বামী কোথায়?

গদাই

মরেচে বুঝি? আপদ গেছে। কিন্তু বিধবার মতো বেশ নয় তো—

চন্দ্র

বিধবা নয় হে—কুমারী। যদি হঠাৎ স্নায়ুর ব্যামো ঘটে থাকে তো বল, ঘটকালি করি।

গদাই

তেমন স্নায়ু হ'লে এতদিনে গলায় দড়ি দিয়ে ম'রতুম!

চন্দ্র

তা হ'লে চল একবার বিনোদকে দেখে আসা যাক্। তার বিশ্বাস সে ভারি একটা অসমসাহসিক কাজ ক'র্‌তে প্রবৃত্ত হ'য়েছে, তাই একেবারে সপ্তমে চড়ে রয়েচে—যেন তার পূর্ব্বে বঙ্গদেশে বাপ পিতামহর আমল থেকে বিবাহ কেউ করে নি!

গদাই

মেয়েমানুষকে বিয়ে ক'রতে হবে তার আবার ভয় কিসের?

চন্দ্র

বল কি গদাই? বিধাতার আশীর্ব্বাদে জন্মালুম পুরুষ হ'য়ে, কি

জানি কার শাপে বিয়ে ক'রতে গেলুম মেয়েমানুষকে, এ কি কম সাহসের কথা? গদাই যেয়ো না হে। তোমাকে দরকার আছে, এখনি আস্‌চি।

[ প্রস্থান।

গদাই

( পকেট হইতে নোটবুক ও পেন্সিল বাহির করিয়া ) আর তো পারচি নে। মাথার ভিতরটা যে রকম ঘুলিয়ে গেছে। আজ বোধ হয় একটা দুষ্কর্ম্ম ক'রব। কবিতা লিখে ফেলব। বুদ্ধি পরিষ্কার থাকলে কবিতার ব্যাকটিরিয়া জন্মাতেই পারে না। চিত্তের অবস্থাটা খুব অস্বাস্থ্যকর হওয়া চাই। আজ আমার মগজের ভিতরে ঐ কীটাণু-গুলি কেবলি চোদ্দ অক্ষর খুঁজে কিল্‌বিল্ ক'রে বেড়াচ্চে। ( লিখিতে প্রবৃত্ত )

কাদম্বিনী যেমনি আমায় প্রথম দেখিলে,
কেমন ক'রে ভৃত্য ব'লে তখনি চিনিলে!

ভাবটা নতুন রকমের হ'য়েছে, কিন্তু হতভাগা ছন্দটাকে বাগাতে পারচিনে। ( গণনা করিয়া ) প্রথম লাইনটা হ'য়েচে ষোলো, দ্বিতীয় হ'য়েছে পনেরো। কিন্তু কা'কে ফেলে কাকে রাখি? ( চিন্তা ) "আমায়" কে "আমা" বল্লে কেমন শোনায়?—"কাদম্বিনী যেমনি আমা প্রথম দেখিলে"—কানে তো নেহাৎ খারাপ ঠেক্‌ছে না! তবুও একটা অক্ষর বেশি থাকে। কাদম্বিনীর "নী" টা কেটে যদি সংক্ষেপ ক'রে দেওয়া যায়। পুরো নামের চেয়ে সে তো আরো আদরের শুন্‌তে হবে! "কাদম্বি"—না; ঠিক শোনাচ্চে না। "কদম্ব"—ঠিক হ'য়েচে—

কদম্ব যেমনি আমা প্রথম দেখিলে,
কেমন ক'রে ভৃত্য ব'লে তখনি চিনিলে!

উঁহুঁ, ও হচ্চে না। "কেমন ক'রে" কথাটাকে তো কমাবার যো নেই—"কেমন করিয়া" তাতে আরো একটা অক্ষর বেড়ে যায়? "তখনি চিনিলে"র জায়গায় "তৎক্ষণাৎ চিনিলে" বসিয়ে দিতে পারি, কিন্তু সুবিধে হয় না। দূর হোক্ গে! ছন্দে লেখাটা বর্ব্বরতা। যে সময় পুরুষ কানে কুণ্ডল হাতে অঙ্গদ পরত পদ্য জিনিষটা সেই যুগের—ডিমক্র্যাটিক যুগের জন্যে গদ্য। হওয়া উচিত ছিল:—"বলি ও কাদম্বিনী, যেমনি আমার উপর নজর প'ড়ল, অম্‌নি আমাকে গোলাম ব'লে চিনে নিলে কেমন ক'রে খুলে ব'লতো!" এর মধ্যে বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন সভার শিল মোহরের ছাপ নেই—একেবারে খাস শ্রীযুক্ত গদাইচন্দ্রের গোমুখীবিনির্গত।

(শিবচরণের প্রবেশ)

শিব

কি হচ্চে গদাই?

গদাই

আজ্ঞে ফিজিয়লজির নোটগুলো একবার দেখে নিচ্চি।

শিব

ফিজিয়লজির কোন্ জায়গাটাতে আছ?

গদাই

হার্টের ফাংশন্ নিয়ে।

শিব

দেখি তোমার নোটবইটা। আমি তোমাকে হয়তো কিছু—

গদাই

আজ্ঞে, এ একেবারে লেটেস্‌ট্ থিয়রি নিয়ে—বোধ হয় মাস খানেক হ'লো এর ডিস্‌কভারি হ'য়েচে। এখনো সকলে জানে না।

শিব

সত্যি না কি? আমি আবার চশমাটা আনিনি। সব্জেক্টটা ইণ্টারেষ্টিং, পরে শুনে নেব তোর কাছ থেকে। কিন্তু এখানে ক'র্‌চিস্‌ কি!

গদাই

একজামিন খুব কাছে এসেছে—চন্দ্রবাবুর বাসাটা নিরিবিলি আছে, তাই এখানে—

শিব

দেখ বাপু, একটা কথা আছে। তোমার বয়স হ'য়েছে, তাই আমি তোমার জন্যে একটি কন্যা ঠিক ক'রেছি।

গদাই

কি সর্ব্বনাশ!

শিব

নিবারণ বাবুকে জান বোধ করি—

গদাই

আজ্ঞে হাঁ জানি!

শিব

তাঁরই কন্যা ইন্দুমতী। মেয়েটি দেখ্‌তে-শুন্‌তে ভালো, বয়সেও তোমার যোগ্য। দিনও এক রকম স্থির।

গদাই

একেবারে স্থির ক'রেছেন? কিন্তু এখন তো হ'তে পারে না?

শিব

কেন বাপু?

গদাই

একজামিন কাছে এসেছে—

শিব

তা হোক্ না একজামিন! বৌমাকে বাপের বাড়ি রেখে দেবো. একজামিন হ'য়ে গেলে ঘরে আনা যাবে।

গদাই

ডাক্তারিটা পাশ না ক'রেই কি—

শিব

কেন বাপু, তোমার সঙ্গে তো একটা শক্ত ব্যায়ারামের বিয়ে দিচ্ছিনে। মানুষ ডাক্তারি না জেনেও বিয়ে করে। কিন্তু আপত্তিটা কিসের জন্যে?

গদাই

উপার্জ্জনক্ষম না হ'য়ে বিয়ে করাটা—

শিব

উপার্জ্জন? আমি কি তোমাকে আমার বিষয় থেকে বঞ্চিত ক'র্‌তে যাচ্ছি? তুমি কি সাহেব হ'য়েচ যে, বিয়ে ক'রেই স্বাধীন ঘরকন্না ক'র্‌তে যাবে? (গদাই নিরুত্তর) তোমার হ'ল কী? বিয়ে ক'র্‌বে তার আবার এত ভাবনা কী? আমি কি তোমার ফাঁসির হুকুম দিলুম?

গদাই

বাবা, আপনার পায়ে পড়ি, আমাকে এখন বিয়ে ক'র্‌তে অনুরোধ ক'র্‌বেন না!

শিব

(সরোষে) অনুরোধ কি বেটা? হুকুম ক'র্‌ব। আমি ব'ল্‌ছি তোকে বিয়ে ক'র্‌তেই হবে।

গদাই

আমাকে 'মাপ করুন, আমি এখন কিছুতেই বিয়ে ক'র্‌তে পার্‌ব না।

শিব

( উচ্চস্বরে ) কেন পার্‌বি নে ? তোর বাপ-পিতামহ তোর চৌদ্দ-পুরুষ বরাবর বিয়ে ক'রে এসেছে, আর তুই বেটা দুপাতা ইংরিজি উল্টে আর বিয়ে ক'র্‌তে পার্‌বি নে !

গদাই

আমি মিনতি ক'রে ব'ল্‌ছি বাবা—একবারে মর্ম্মান্তিক অনিচ্ছে না থাক্‌লে আমি কখনই এ প্রস্তাবে—

শিব

তুমি বেটা আমার বংশে জন্মগ্রহণ ক'রে হঠাৎ এক দিনে এত বড়ো বৈরাগী হ'য়ে উঠ্‌লে কোথা থেকে ! এমন সৃষ্টিছাড়া অনিচ্ছেটা হ'ল কেন, সেটা তো শোনা আবশ্যক।

গদাই

আচ্ছা, আমি মাসীমাকে সব কথা ব'ল্‌ব, আপনি তাঁর কাছে জান্‌তে পার্‌বেন।

শিব

আচ্ছা।

[ প্রস্থান।

গদাই

আমার ছন্দমিল ভাব সমস্ত ঘুলিয়ে গেল, এখন যে আর এক লাইনও মাথায় আস্‌বে এমন সম্ভাবনা দেখি নে।

( চন্দ্রের প্রবেশ )

চন্দ্র

আজ বিনোদের বিয়ে, মনে আছে তো গদাই ?

গদাই

তাই তো, ভুলে গিয়েছিলুম বটে !

চন্দ্র

তোমার স্মরণশক্তির যে-রকম অবস্থা দেখ্‌ছি, একজামিনের পক্ষে সুবিধে নয়! এইখানে বৈঠক হবে, চলো ওদের ধ'রে নিয়ে আসি গে।

গদাই

আজ শরীরটা তেমন ভালো ঠেকছে না, আজ থা'ক্—

চন্দ্র

বিনোদের বিয়েটা তো বছরের মধ্যে সদাসর্ব্বদা হবে না গদাই! যা হবার আজই চুকে যাবে। অতএব আজ তোমাকে ছাড়ছি নে চল।

গদাই

চল।

[ প্রস্থান।

( ক্ষান্ত ও ইন্দুর প্রবেশ )

ইন্দু

বর তো তোমাদের এখান থেকেই বেরোবেন? তাঁর তিন কুলে আর কেউ নেই না কি?

ক্ষান্ত

বাপ-মা নেই বটে, কিন্তু শুনেছি দেশে পিসী-মাসী সব আছে—তাদের খবরও দেয় নি! বলে, যে, বিয়ে ক'র্‌ছি হাট বসাচ্ছি নে তো! আবার বলে কি—এ তো আর শুম্ভ-নিশুম্ভর যুদ্ধ্ না, কেবল দুটিমাত্র প্রাণীর বিয়ে, এতো সোর-সরাবৎ লোক-লস্করের দরকার কী?

ইন্দু

একবার আমাদের হাতে পড়ুক না, দুটিমাত্র প্রাণীর বিয়ে যে কী রকম ধুন্দুমার ব্যাপার, তা তাঁকে এক রকম মোটামুটি বুঝিয়ে দেব।—আজ যে তুমি বাইরের ঘরে?

ক্ষান্ত

এই ঘরে সব বরযাত্রী জুটবে। দেখ না ভাই ঘরের অবস্থা-খানা, তারা আস্‌বার আগে একটুখানি গুছিয়ে নেবার চেষ্টায় আছি!

ইন্দু

তোমার একলার কর্ম্ম নয়, এসো ভাই দু'জনে এ জঞ্জাল সাফ করা যাক্। এগুলো দরকারী না কি?

ক্ষান্ত

কিচ্ছু না। যত রাজ্যির পুরোণো খবরের কাগজ জুটেছে! কাগজগুলো যেখানে পড়া হ'য়ে যায়, সেইখানেই প'ড়ে থাকে!

ইন্দু

এগুলো?

ক্ষান্ত

এগুলো মকদ্দমার কাগজ—হারাতে পা'র্‌লে বাঁচেন বোধ হয়। কেন যে হারায় না, তাও তো বুঝ্‌তে পারি নে। কতকগুলো গদীর নীচে গোঁজা, কতক আলমারীর মাথায়, কতক ময়লা চাপকানের পকেটে। যখন কোনোটার দরকার পড়ে বাড়ি মাথায় ক'রে বেড়ান, আঁস্তাকুড় থেকে আর বাড়ির ছাত পর্য্যন্ত এমন জায়গা নেই যেখানে না খুঁজতে হয়।

ইন্দু

এর সঙ্গে যে ইংরেজী নভেলও আছে—তারো আবার পাতা ছেঁড়া। কতকগুলো চিঠি—এ কি দরকারী?

ক্ষান্ত

ওর মধ্যে দরকারী আছে অদরকারীও আছে, কিচ্ছু ব'ল্‌বার যো নেই! খুব গোপনীয়ও আছে, সেগুলো চারিদিকে ছড়ানো। খুব

বেশী দরকারী চিঠি সাবধান ক'রে রাখবার জন্যে বইয়ের মধ্যে গুঁজে রাখা হয়, সে আর কিছুতেই খুঁজে পাওয়া যায় না।

ইন্দু

এ সব কী? কতকগুলো লেখা—কতকগুলো প্রুফ, খালি দেশালাইয়ের বাক্স, কানন-কুসুমিকা, কাগজের পুঁটুলির মধ্যে ছাতাধরা মসলা, একখানা তোয়ালে, গোটাকতক দাবার ঘুঁটি, একটি ইস্কাবনের গোলাম, ছাতার বাঁট,—এ চাবির গোছা ফেলে দিলে বোধ হয় চ'লবে না—

ক্ষান্ত

এই দেখ? এই চাবির মধ্যে ওঁর যথাসর্ব্বস্ব। আজ সকালে একবার খোঁজ পড়েছিল, কোথাও সন্ধান না পেয়ে শেষে উমাপতিদের বাড়ি থেকে সতেরোটা টাকা ধার ক'রে নিয়ে এলেন। দাও তো ভাই, এ চাবি ওঁকে সহজে দেওয়া হবে না! ঐ ভাই, ওরা আসছে—চল্ ও-ঘরে পালাই।

[ প্রস্থান।

( বিনোদ, চন্দ্রকান্ত, গদাই, নলিনাক্ষ,
শ্রীপতি, ভূপতির প্রবেশ )

বিনোদ

( টোপর পরিয়া ) সং তো সাজলাম, এখন তোমরা পাঁচ জনে মিলে হাততালি দাও—উৎসাহ হোক্, মনটা দমে যাচ্চে।

চন্দ্র

এরি মধ্যে? এখনো তো রঙ্গমঞ্চে চড়ো নি।

বিনোদ

আচ্ছা চন্দর, অভিনয়ে আমার পার্ট কী হবে বুঝিয়ে দাও দেখি?

চন্দ্র

মহারাণীর বিদূষক।

বিনোদ

সাজটিও যথোপযুক্ত হয়েছে। ইংরেজ-রাজাদের যে "ফুল" গুলো ছিল, তাদেরও টুপীটা এই টোপরের মতো।

চন্দ্র

সেজের বাতি নিবিয়ে দেবার ঠোঙাগুলোরও ঐ রকম চেহারা। এই পঁচিশটা বৎসরের যত কিছু শিক্ষা-দীক্ষা, যত কিছু আশা-আকাঙ্ক্ষা, ভারতের ঐক্য, বাণিজ্যের উন্নতি, সমাজের সংস্কার, সাহেবের ছেলে পিটোনো প্রভৃতি যে সকল উঁচু উঁচু ভাবের পল্‌তে মগজের ঘি খেয়ে খুব উজ্জ্বল হ'য়ে জ্বলে উঠেছিল, সেগুলি ঐ টোপর চাপা প'ড়ে একদম নিবে যাবে।

শ্রীপতি

চন্দরদা, তুমি তো বিয়ে ক'রেছ, বলো না কী ক'রতে হবে—হাঁ ক'রে সবাই মিলে দাঁড়িয়ে থাক্‌লে কি বিয়ে-বিয়ে মনে হয়?

চন্দ্র

সে তো ভাই ষ্টোন্ এজ, আইস এজের কথা, সে যুগে না ছিল পূর্ব্বরাগের কোমলতা, না ছিল অপূর্ব্ব অনুরাগের উত্তাপ। কেবল বিবাহের যিনি আদ্যাশক্তি সেই মহামায়াই আজও আছেন অন্তরে-বাহিরে, আর সমস্তই ভুলেছি।

ভূপতি

শ্যালীর হাতের কানমলা?

চন্দ্র

হায় পোড়াকপাল! শ্যালী থাক্‌লে তবু বিবাহের সঙ্কীর্ণতা অনেকটা কাটে, ওরি মধ্যে একটুখানি পাশ ফেরবার জায়গা পাওয়া যায়—শ্বশুর-

মশায় একেবারে কড়ায়-গণ্ডায় ওজন ক'রে দিয়েছেন, সিকি পয়সার ফাউ দেন নি।

বিনোদ

বাস্তবিক—বর পছন্দ ক'রবার সময় যেমন জিজ্ঞাসা করে ক'টি পাশ আছে, ক'নে পছন্দ ক'রবার সময় তেমনই খোঁজ নেওয়া উচিত ক'টি ভগিনী আছে।

চন্দ্র

চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে—ঠিক বিয়ের দিনটিতে বুঝি চৈতন্য হ'ল? নিতান্ত বঞ্চিত হবে না, তোমার কপালে একটি আছে, নামটা হ'চ্চে ইন্দুমতী।

গদাই

( স্বগত ) যাকে আমার স্কন্ধের উপর উদ্যত করা হ'য়েছে—সর্ব্বনাশ আর কি।

শ্রীপতি

বিনোদ, একটুখানি বোসো।

বিনোদ

না, ভাই, তা হ'লে আর উঠতে পারবো না, মনটা দেহের উপর যেন পাথরের কাগজচাপা হ'য়ে চেপে রাখবে।

ভূপতি

এস তবে বর ক'নের উদ্দেশে থ্রী চিয়ার্স দিয়ে বেরিয়ে পড়া যাক্। হিপ্ হিপ্ হুরে—

চন্দ্র

দেখ, আমার প্রিয়বন্ধুর বিয়েতে আমি কখনই এ রকম অনাচার হ'তে দেব না, শুভকর্ম্মে অমন বিদিশী শেয়াল ডাক ডেকো না। তার চেয়ে সবাই মিলে উলু দেবার চেষ্টা করো না!

নলিনাক্ষ

এই তবে আমাদের অবিবাহিত বন্ধুত্বের শেষ মিলন। জীবনস্রোতে তুমি এক দিকে যাবে আমি এক দিকে যাব। প্রার্থনা করি তুমি সুখে থাকো! কিন্তু মুহূর্ত্তের জন্যে ভেবে দেখো বিনু, এই মরুময় জগতে তুমি কোথায় যাচ্চ—

চন্দ্র

বিনু তুই বস্, মা, আমি তোমার জন্যে দাসী আন্‌তে যাচ্চি। তা হ'লে কনকাঞ্জলিটা হ'য়ে যায়!

শ্রীপতি

এইবার তবে উলু আরম্ভ হোক্!

[ সকলে উলুর চেষ্টা ও প্রস্থান।

( ইন্দু ও ক্ষান্তর প্রবেশ )

ক্ষান্ত

শুন্‌লি তো ভাই, আমার কর্ত্তাটির মধুর কথাগুলি?

ইন্দু

কেন ভাই, আমার তো মন্দ লাগে নি!

ক্ষান্ত

তোর মন্দ লাগবে কেন? তোর তো আর বাজেনি! যার বেজেচে সেই জানে—

ইন্দু

তুমি যে একেবারে ঠাট্টা সইতে পার না। তোমার স্বামী কিন্তু ভাই তোমাকে সত্যি ভালবাসে। দিনকতক বাপের বাড়ি গিয়ে বরং পরীক্ষা ক'রে দেখ না—

ক্ষান্ত

তাই একবার ইচ্ছা করে, কিন্তু জানি থাক্‌তে পারবো না। তা যা

হোক—এখন তোদের ওখানে যাই। ওরা তো বৌবাজারের রাস্তা ঘুরে যাবে, সে এখনো ঢের দেরি আছে।

ইন্দু

তুমি এগোও ভাই, আমি তোমার স্বামীর এই বইগুলি গুছিয়ে দিয়ে যাই। ( ক্ষান্তর প্রস্থান ) ললিতবাবু তাঁর এই খাতাটা ফেলে গেছেন, এটা না দেখে আমি যাচ্চিনে।

( খাতা খুলিয়া )

ওমা! এ যে কবিতা। কাদম্বিনীর প্রতি! আ মরণ! সে পোড়ারমুখী আবার কে!

জল দিবে অথবা বজ্র, ওগো কাদম্বিনী,
হতভাগ্য চাতক তাই ভাবিছে দিনরজনী।

ভারি যে অবস্থা খারাপ! জলও না বজ্রও না, হতভাগ্য চাতকের জন্যে কবিরাজের তেলের দরকার!

আর কিছু দাও বা না দাও, অয়ি অবলে সবলে,
বাঁচি সেই হাসিভরা মুখ আর একবার দেখিলে।

আহা হা হা হা! অবলে সরলে। পুরুষগুলো ভারি বোকা! মনে ক'রলে ওঁর প্রতি ভারি অনুগ্রহ ক'রে সে হেসে গেল—হাসতে না কি সিকি পয়সার খরচ হয়। কই আমাদের কাছে তো কোনো কাদম্বিনী সাত পুরুষে এমন ক'রে হাসতে আসে না! অবলে সরলে! সত্যি বাপু, মেয়ে জাতটাই ভালো নয়! এত ছলও জানে! ছি ছি! এ কবিতাও তেমনি। আমি যদি কাদম্বিনী হতুম তো এমন-পুরুষের মুখ দেখ্‌তুম না! যে লোক চোদ্দটা অক্ষর সাম্‌লে চ'ল্‌তে পারে না, তার সঙ্গে আবার প্রণয়! এ খাতা আমি ছিঁড়ে ফেল্‌ব—পৃথিবীর একটা উপকার ক'রব—কাদম্বিনীর দেমাক বাড়তে দেবনা!

পুরুষের বেশে হরিলে পুরুষের মন,
( এবার ) নারীবেশে কেড়ে নিয়ে যাও জীবন মরণ।
এর মানে কি !

কদম্ব যেমনি আমা প্রথম দেখিলে,
কেমন ক'রে ভৃত্য ব'লে তখনি চিনিলে !

ওমা ! ওমা ওমা ! এ যে আমারই কথা ! এইবার বুঝেছি পোড়ারমুখী কাদম্বিনী কে ! ( হাস্য ) তাই বলি, এমন ক'রে কাকে লিখলেন ! ওমা, কতো কথাই ব'লেচেন। আর একবার ভালো ক'রে সমস্তটা পড়ি ! কিন্তু কী চমৎকার হাতের অক্ষর ! একেবারে যেন মুক্তো বসিয়ে গেচে !

( নীরবে পাঠ )

( পশ্চাৎ হইতে খাতা অন্বেষণে গদাইয়ের প্রবেশ )

কিন্তু ছন্দ থাক্ না থাক্ পড়তে তো কিছুই খারাপ হয়নি। সত্যি, ছন্দ নেই ব'লে আরো মনের সরল ভাবটা ঠিক যেন প্রকাশ হ'য়েচে। আমার বেশ লাগ্‌চে। আমার বোধ হয় ছেলেদের প্রথম ভাঙা কথা যেমন মিষ্টি লাগে, কবিদের প্রথম ভাঙা ছন্দ তেমনি মিষ্টি। ( খাতা বুকে চাপিয়া ) এ খাতা আমি নিয়ে যাব—এ তো আমাকেই লিখেচেন ! আমার এমনি আনন্দ হ'চ্ছে ! ( প্রস্থানোদ্যম। পশ্চাতে ফিরিয়া গদাইকে দেখিয়া ) ওমা। ( মুখ আচ্ছাদন )—

গদাই

ঠাকরুণ, আমি একখানা খাতা খুঁজতে এসেছিলুম। ( ইন্দুমতীর দ্রুত পলায়ন ) জন্ম জন্ম কেবলই আমার খাতাই হারাক্—কবিতার বদলে যা পেয়েছি কালিদাস তাঁর কুমারসম্ভব শকুন্তলা বাঁধা রেখে এমন জিনিষ পায় না !

[ মহাউল্লাসে প্রস্থান।

## তৃতীয় অঙ্ক

### প্রথম দৃশ্য

বাগবাজারের রাস্তা

গদাই

আহা এই বাড়িটা আমার শরীর থেকে আমাব মনটুকুকে যেন শুষে নিচ্চে—ব্লটিং যেমন কাগজ থেকে কালি শুষে নেয়! কিন্তু কোন্ দিকে সে থাকে এ পর্য্যন্ত কিছুই সন্ধান ক'রতে পারলুম না! ঐ যে পশ্চিমের জান্‌লার ভিতর দিয়ে একটা শাদা কাপড়ের মতন যেন দেখা গেল না, না ও তো নয়, ও তো একজন দাসী দেখ্‌চি—ও কী ক'রচে? একটা ভিজে শাড়ি শুকুতে দিচ্চে। বোধ হয় তাঁরি শাড়ি! আহা, নাগাল পেলে একবার স্পর্শ ক'রে নিতুম! তা হ'লে এতক্ষণে তাঁর স্নান হ'ল। পিঠের উপরে ভিজে চুল ফেলে সাফ কাপড়টি প'রে এখন কী ক'রচেন?

( এই বাড়ির চৌকাঠ পার হইতে হুঁচট খাইয়া একজন বুড়ির কক্ষ হইতে তরকারীর ঝুড়ি পড়িয়া গেল )

গদাই

( ছুটিয়া নিকটে গিয়া ধরিয়া উঠাইয়া ) আহা হা হা, কী তোমার নাম গো?

বুড়ি

আমার নাম ঠাকুরদাসী, এই বাড়ির ঝি।

গদাই

এই বাড়ির ঝি! আহা, লাগেনি তো?

বুড়ি

না, কিছু লাগেনি।

গদাই

আলুগুলো সব যে ছড়িয়ে প'ড়েচে। র'সো, কুড়িয়ে দিচ্চি। তুমি বুঝি এই বাড়ির ঝি!

বুড়ি

হাঁ বাবু।

গদাই

চৌধুরীদের বাড়ির ঝি?

বুড়ি

হাঁ গো, গঙ্গামাধব চৌধুরী।

গদাই

আহা হা, ভাঁড়টা উল্টে গিয়ে তেল যে সব গড়িয়ে গেচে! তোমার দিদি ঠাকরুণ হয় তো রাগ ক'রবেন।

বুড়ি

না, দিদি ঠাকরুণ কথাটি কবেন না কিন্তু গিন্নি মা—

গদাই

কথাটি কবেন না! আহা। (দীর্ঘ নিশ্বাস) তা এক কাজ করো। এই টাকাটি দিচ্চি—না হয় বাজার থেকে তেল কিনে আনো, আমি ততক্ষণ তোমার তরকারী আগ্‌লাচ্চি! তোমার দিদি ঠাকরুণ বুঝি কথাটি কবেন না, অ্যাঁ, ঠাকুরদাসী?

বুড়ি

তিনি বড়ো লক্ষ্মী।

গদাই

লক্ষ্মী! আহা, তা তোমার দিদি ঠাকরুণ কী খেতে ভালোবাসেন বলো দেখি।

বুড়ি

ছাতাওয়ালা গলির মোড়ে ভক্ত ফুলুরিওয়ালা গরম গবম বেগনী ভেজে দেয়, তাই দিয়ে আমেব আচার দিয়ে খেতে তাঁর খুব সখ।

গদাই

বটে! তা এই নাও ঠাকুরদাসী একটাকার বেগনি কিনে আনোতো।

ঠাকুবদাসী

এক টাকার বেগ্‌নি। সে যে অনেক হবে!

গদাই

তা হোক্, না হয় কিছু বেশিই হোলো।

ঠাকুবদাসী

তা আমি কিনে না হয় আনব পরে, তুমি এই দবজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকবে কতক্ষণ।

গদাই

তাতে ক্ষতি নেই, ওটা আমাব একটা সখ।

ঠাকুরদাসী

দরজাব কাছে দাঁড়িয়ে থাকা?

গদাই

না, না, ঐ যে তোমার বেগ্‌নি—ঐ যে তুমি ব'ল্‌লেনা—

ঠাকুবদাসী

না হয় দিদি ঠাকরুণকে বেগ্‌নি খাওয়াব, তাই ব'লে কি—

গদাই

আমি এই রকম খাওয়াতে বড়ো ভালোবাসি, ওটা আমার একটা বাতিক ব'লেই হয়। বিশেষত গবম গবম বেগ্‌নি। বেগ্‌নিব ঝুড়ি চক্ষে দেখে তবে নড়ব।

ঠাকুরদাসী

তা হ'লে দাঁড়াও দেরি ক'র্‌ব না।

[ প্রস্থান।

( মোড়ক হস্তে এক ব্যক্তির প্রবেশ )

ঐ ব্যক্তি

সরকার মশায় বুঝি ?

গদাই

কেন বলো তো ?

ব্যক্তি

এই বাড়ির কোন্ মা ঠাকরুণ সাত জোড়া সিল্কের মোজা রিফু ক'র্‌তে আমাদের দোকানে পাঠিয়েছিলেন, সেগুলি এনেচি।

গদাই

অ্যাঁ, পায়ের মোজা ! ঐ জন্মেই তো এতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছি। দাও দাও।

দরজি

দামটা নগদ চুকিয়ে দিতে হবে।

গদাই

কত ?

দরজি

আড়াই টাকা।

গদাই

এই নিয়ে যাও ! তোমার রেট তো খুব শস্তা হে ! ( দরজির প্রস্থান ) হায়, হায়, আজ কী শুভক্ষণেই বেরিয়েছিলুম ! ( বুকের কাছে চাপিয়া ) সেই পা দুখানির অদৃশ্য চলন দিয়ে দলন দিয়ে এই মোজার

ফাঁকগুলি ভরা। আহা হা, গা শিউরে উঠ্‌চে, কবিতা লিখতে ইচ্ছে ক'র্‌চে—

ওগো শূন্য মোজা—

মেলানো বড়ো শক্ত—এই সময়ে থাক্‌ত বিন্দা!

আমার শূন্য হৃদয়ের মতো ওগো শূন্য মোজা
অনুপস্থিত কোন্ ছুটি চরণ
সদাই করিতেছ খোঁজা!

কথা আস্‌চে। কিন্তু ঘুলিয়ে যাচ্চে—

বিনা পায়েই প্রাণের ভিতরে
চ'লে গিয়েচ সোজা।

আইডিয়াটা ওরিজিনাল।

তিনটে লাইন হোলো, সাত জোড়া মোজা আছে, ঠিক সপ্তপদীর নম্বর। আরো চারটে লাইন চাই।

( উপরতলার বারান্দার দিকে চাহিয়া ) অদৃশ্যকে উদ্দেশ ক'রে এই লাইনগুলি আবৃত্তি ক'র্‌তে ইচ্ছে ক'র্‌চে—য়ুরোপের ট্রুবেডোরদের মতো।

( আপন মনে )

আমার শূন্য হৃদয়ের মতো ওগো শূন্য মোজা
অনুপস্থিত কোন্ ছুটি চরণ
সদাই করিছ খোঁজা!

কিন্তু আর তো মিল দেখ্‌চিনে, এক আছে "মুসলমানের রোজা"—মোজাকে ব'ললে দোষ নেই যে ইদের দিনে প্রতিপদের চাঁদ। না, না, ওতে আমার লেখার ক্ল্যাসিক্যাল গ্রেস্‌টা চ'লে যাবে। তা ছাড়া দিন

খারাপ—হয়তো সামান্য মোজাব জন্যে শান্তিভঙ্গ হ'তেও পারে—ওটা থাক্‌।

( নেপথ্যে ) হুঁয়া রোখো।

( শিবচরণের প্রবেশ )

শিব

বেটাব তবু হুঁস নেই! দেখ না, হা ক'রে দাঁড়িয়ে আছে দেখ না! যেন ক্ষিধে পেয়েছে, এই বাড়ির ইটকাঠগুলো গিলে খাবে! ছোঁড়ার হ'ল কী? খাঁচার পাখীর দিকে বেড়াল যেমন তাকিয়ে থাকে, তেমনি ক'রে উপরের দিকে তাকিয়ে আছে। হতভাগা কালেজে যাবার নাম ক'বে বোজ বাগবাজাবে এসে ঘুর্‌ ঘুর্‌ করে। ( নিকটে আসিয়া ) বাপু, মেডিকেল কালেজটা কোন্‌দিকে একবার দেখিয়ে দাও দেখি।

গদাই

কী সর্ব্বনাশ! এ যে বাবা!

শিব

শুন্‌চো? কালেজ কোনদিকে। তোমাব অ্যানাটমির নোট কি ঐ দেয়ালেব গায়ে লেখা আছে? তোমার সমস্ত ডাক্তারিশাস্ত্র কি ঐ জানলার গলায় দড়ি দিয়ে ঝুল্‌চে? ( গদাই নিরুত্তর ) মুখে কথা নেই যে! লক্ষ্মীছাড়া এই তোব একজামিন! এইখানে তোর মেডিকেল কালেজ।

গদাই

খেয়েই কালেজে গেলে আমার অসুখ করে তাই একটুখানি বেড়িয়ে নিয়ে—

শিব

বাগবাজারে তুমি হাওয়া খেতে এস? সহরে আর কোথাও বিশুদ্ধ বায়ু নেই! এ তোমার দার্জ্জিলিং সিমলে পাহাড়। বাগবাজারের

হাওয়া খেয়ে খেয়ে আজকাল যে চেহারা বেরিয়েছে, একবার আয়নাতে দেখা হয় কি? আমি ব'লি ছোঁড়াটা একজামিনের তাড়াতেই শুকিয়ে যাচ্চে, তোমাকে যে ভূতে তাড়া ক'রে বাগবাজারে ঘোরাচ্চে তা' তো জান্‌তুম না।

গদাই

আজ কাল বেশি প'ড়তে হয় ব'লে রোজ খানিকটা ক'রে এক্সেসাইজ ক'রে নিই—

শিব

রাস্তার ধারে কাটের পুতুলের মতো হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে থেকে তোমার এক্সেসাইজ হয়, বাড়িতে তোমার দাঁড়াবারও জায়গা নেই!

গদাই

অনেকটা চ'লে এসে শ্রান্ত হ'য়েছিলুম, তাই একটু বিশ্রাম করা যাচ্ছিল।

শিব

শ্রান্ত হ'য়েচিস, তবে ওঠ আমার গাড়ীতে! যা এখনি কালেজে যা! গেরস্তর বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে শ্রান্তি দূর ক'রতে হবে না।

গদাই

সে কি কথা! আপনি কী ক'রে যাবেন?

শিব

আমি যেমন ক'রে হোক্ যাব, তুই এখন গাড়ীতে ওঠ! ওঠ ব'লচি।

গদাই

অনেকটা জিরিয়ে নিয়েচি—এখন আমি অনায়াসে হেঁটে যেতে পারব।

শিব

না, সে হবে না—তুই ওঠ, আমি দেখে যাই—

গদাই

আপনার যে ভারি কষ্ট হবে।

শিব

সে জন্য তোকে কিছু ভাবতে হবে না—তুই ওঠ গাড়ীতে। এ ঝুড়িটা কিসের? তুই কি বাগবাজারে তরকারি ফেরি ক'রে বেড়াস না কি?

গদাই

তাই তো, ওটা তরকারীই তো বটে! কী আশ্চর্য্য! কেমন ক'রে এলো? এ তো মূলো দেখচি—নটেশাকও আছে। এক কাজ করি বাবা। গেরস্তর জিনিষ, ঘরের ভিতরে পৌঁছে দিয়ে আসি না।

শিব

আর তোমার পরোপকার ক'রতে হবে না। ও ঝুড়ীর কিনারা আমি ক'রে দিচ্চি, তুই এখন গাড়ীতে ওঠ।

গদাই

সর্ব্বনাশ। বুড়িটা এর মধ্যে বেগনি নিয়ে উপস্থিত না হ'লে বাঁচি। আজ সকাল বেলাটা বেশ জমে আস্‌ছিল, মাটি ক'রে দিলে। সাত জোড়া মোজা নিয়ে করি কী? কাল দোকানদার সেজে ফিরিয়ে দিতে হবে।

শিব

তোর হাতে ওটা কিসের মোড়ক রে?

গদাই

আজ্ঞে ওটা—

শিব

দেখি না। (হাত টানিয়া লইয়া) এ কি ব্যাপার!

গদাই

আজ্ঞে উপহার দেবার জন্যে।—

শিব

কাকে উপহার দিবি ?

গদাই

আমার একটি ক্লাশ-ফ্রেণ্ড্—

শিব

ক্লাশ-ফ্রেণ্ডকে মেয়েদের মোজা দিবি ?

গদাই

তার বিয়ে হচ্চে কিনা, তাই—

শিব

তাই, কার অনেক দিনের পরা পুরোণো ময়লা মোজা তাকে দিবি ? তাও আবার সাত জোড়া।

গদাই

সেকেণ্ডহ্যাণ্ড নিলেম থেকে সস্তায় কিনেচি। আপনার কাছ থেকে টাকা চাইতে ভয় করে।

শিব

চাইলেই পেতিস্ কিনা। ফিরিয়ে দে। ছি ছি। ঐ নোংরা মোজাগুলো নিয়ে বেড়াচ্চিস, কি জানি কোন্ ব্যামোর ছোঁয়াচ আছে ওর মধ্যে—

গদাই

আমারও সে ভয় আছে বাবা—ছোঁয়াচ যে কোথায় কি থাকে কিচ্ছু ব'ল্বার যো নেই। এখনো ফিরিয়ে দিতে পারবো—কালই না হয়—

শিব

সেই ভালো। এই নে, তোকে দেড় টাকা দিচ্চি—পাকপ্রণালী,

দু খণ্ড কিনে তাকে দিস্‌। এখন গাড়ীতে ওঠ! (সহিসের প্রতি) দেখ্‌, একেবারে সেই পটলডাঙ্গার কালেজে নিয়ে যাবি, কোথাও থামাবি নে!

গদাই

(জনান্তিকে সহিসের প্রতি) মির্জাপুর চন্দ্রবাবুর বাসায় চল্‌, তোদের এক টাকা বক্‌সিস দেব, ছুটে চল।

[ প্রস্থান।

শিব

আজ আর রুগী দেখা হলো না! আমার সকাল বেলাটা মাটি ক'রে দিলে!

[ প্রস্থান।

## দ্বিতীয় দৃশ্য

চন্দ্রকান্তের বাসা

চন্দ্র

নাঃ এ আগাগোড়া কেবল ছেলেমানুষী করা হ'য়েচে। আমার এমন অনুতাপ হ'চ্চে! মনে হ'চ্চে যেন আমিই এ সমস্ত কাণ্ডটি ঘটিয়েচি। ইদিকে এত কল্পনা, এত কবিত্ব, এত মাতামাতি, আর বিয়ের দু'দিন না যেতে যেতেই কিছু আর মনে ধ'রচে না।

(গদাইয়ের প্রবেশ)

গদাই

কি হ'চ্চে চন্দর দা!

চন্দ্র

না, গদাই, তোরা আর বিয়ে থাওয়া করিস্ নে।

গদাই

কেন বলো দেখি—তোমার ঘাড়ে ম্যালথসের ভূত চাপল না কি?

চন্দ্র

এখনকার ছেলেরা তোরা মেয়েমানুষকে বিয়ে ক'রবার যোগ্য ন'স। তোরা কেবল লম্বা চওড়া কথা ক'বি আর কবিতা লিখবি, তাতে যে পৃথিবীর কী উপকার হবে ভগবান্ জানেন।

গদাই

কবিতা লিখে পৃথিবীর কী উপকার হয় বলা শক্ত, কিন্তু এক এক সময় নিজের কাজে লেগে যায় সন্দেহ নেই। যা হোক্, এত রাগ কেন?

চন্দ্র

শুনেচো তো সমস্তই। আমাদের বিনুর তাঁর স্ত্রীকে পছন্দ হ'চ্চে না।

গদাই

বাস্তবিক, এ রকম গুরুতর ব্যাপার নিয়ে খেলা করাটা ভালো হয় নি।

চন্দ্র

বিনুটা যে এত অপদার্থ তা কি জানতুম? একটা স্ত্রীলোককে ভালোবাসার ক্ষমতাটুকুও নেই?

গদাই

আমি জানি কবিতা লেখার চেয়েও সেটা সহজ কাজ।

চন্দ্র

আমি ওর মুখ দর্শন ক'রচি নে।

গদাই

তুমি তাকে ছাড়লে সে যে নেহাৎ অধঃপাতে যাবে !

চন্দ্র

না, তার সঙ্গে কিছুতেই মিশ্‌চি নে, পায়ে এসে ধ'রে পড়লেও না ! তুমি ঠিক ব'লেছিলে গদাই, আজকাল সবাই যাকে ভালোবাসা বলে, সেটা একটা স্নায়ুর ব্যামো—হঠাৎ চিড়িক মেরে আসে, তার পরে ছেড়ে যেতেও তর সয় না।

গদাই

সে সব বিজ্ঞানশাস্ত্রের কথা পরে হবে, আপাততঃ আমার একটা কাজ ক'রে দিতে হ'চ্চে।

চন্দ্র

যে কাজ বলো তাতেই রাজি আছি, কিন্তু ঘটকালি আর ক'রচি নে !

গদাই

ঐ ঘটকালিই ক'র্‌তে হবে।

চন্দ্র

( ব্যগ্রভাবে ) কী রকম শুনি।

গদাই

বাগবাজারের চৌধুরীদের বাড়ির কাদম্বিনী, তার সঙ্গে আমার—

চন্দ্র

( উচ্চস্বরে ) গদাই, তোমারও কবিত্ব ! তবে তোমারও স্নায়ু ব'লে একটা বালাই আছে !

গদাই

তা আছে ভাই ! বোধ হয় একটু বেশি পরিমাণেই আছে। অবস্থা এমনি হ'য়েচে যে শীগ্‌গির আমার একটা সদ্গতি না ক'রলে—

চন্দ্র

বুঝেচি। কিন্তু গদাই, আর স্ত্রীহত্যার পাতকে আমাকে লিপ্ত ক'রিস নে!

গদাই

কিছু ভেবোনা ভাই! পাপ ক'রেছে বিনোদ, তার redemption আমার দ্বারা।

চন্দ্র

ভ্যালা মোর দাদা! আমি এখ্‌খনি যাচ্চি। চাদরখানা নিয়ে আসি। অমনি বড় বৌয়ের পরামর্শটাও জানা ভালো।

[ প্রস্থান।

( অনতিবিলম্বে ছুটিয়া আসিয়া )

চন্দ্র

বড় বৌ রাগ ক'রে বাপের বাড়ি চ'লে গেছে। তোদের সংসর্গ লাভ ক'রতে আসি, আর হারাই আমার স্ত্রীর সংসর্গ—আমার ঘ'টল মুকুতার বদলে শুকুতা।

( বিনোদের প্রবেশ )

বিনোদ

চন্দর দা, তুমি আমার উপর রাগ ক'রে চ'লে এলে ভাই, আমি আর থাক্‌তে পারলুম না।

চন্দ্র

না ভাই, তোদের উপর কি রাগ ক'র্‌তে পারি? তবে দুঃখ হ'য়েছিল তা স্বীকার করি।

বিনোদ

কী ক'রব চন্দরদা! আমি এত চেষ্টা ক'রচি কিছুতেই পেরে উঠচিনে—

চন্দ্র

কেন বল্ দেখি? ওর মধ্যে শক্তটা কী? মেয়েমানুষকে ভালো-বাসতে পারিসনে?

বিনোদ

চন্দরদা, কি জানি ভাই, বিয়ে না করাটাই মুখস্থ হ'য়ে গেছে!

চন্দ্র

তোর পায়ে পড়ি বিনু! তুই আমার গা ছুঁয়ে বল, নিদেন আমার খাতিরে তোর স্ত্রীকে ভালোবাসবি। মনে কর্ তুই আমার বোনকে বিয়ে ক'রেচিস।

বিনোদ

চন্দরদা যাকেই হোক্ বিয়ে যে ক'রেচি, সেটা বুঝতে তো বাকি নেই, মুস্কিল হ'য়েচে সেটা কিছু অধিক পরিমাণেই বুঝতে পারচি। তার প্রধান কারণ টাকার টানাটানি। যতদিন একলা রাজত্ব ক'রে-ছিলেম অমর্য্যাদা ছিল না। আরেকটিকে পাশে বসাবামাত্র দেখি ভাঙা সিংহাসন মড় মড় ক'রে উঠচে। আজ অভাবগুলো চারদিক থেকে বড়ো বেআব্রু হ'য়ে দেখা দিলো—সেটা কি ভালো লাগে?

গদাই

তুমি ব'লতে চাও, তোমার ভালোবাসার অভাব নেই, অভাব কেবল টাকার?

বিনোদ

ভালোবাসা আছে ব'লেই তো বুঝতে পারচি যথেষ্ট টাকা নেই। পাত্র যে ফুটো সেটা ধরা পড়ল যখন তাতে সুধা ঢালা গেল। ঝাঁঝরি দিয়ে মধু খেতে গিয়ে সমস্ত গা যে যায় ভেসে। হালকা ছিলুম দারিদ্র্যের উপর দিয়ে সাঁতার কেটে গেছি—আর একজনকে কাঁধে নেবামাত্র তার তলার দিকে তলাচ্চি—যেখানটাতে পাঁক।

গদাই

বিনোদ তোমার কবিতা যেমন, তোমার ব্যবহারটাও তেমনি, একেবারে দুর্ব্বোধ।

বিনোদ

রেগেচ ব'লেই সহজ কথাটা বুঝতে পারচো না। ভেবে দেখ না, আমার ছিল এক মামুলি ছাতা, রোদবৃষ্টির দুঃখ ভোগ ক'র্‌তে হয় নি, এমন সময় হিসেবের ভুলে ডেকে আন্‌লুম ছাতার আর এক সরিক— আজ আমার কাঁধেও জল প'ড়চে, তার কাঁধেও। জিনিষটা ঘোরতর অস্বাস্থ্যকর হ'য়ে উঠেচে।

গদাই

কিন্তু ভুলটা তো তোমারি।

বিনোদ

ভুলটা হ'চ্চে ভুল আর অভুলটা হ'চ্চে অভুল, তা সে আমারি হোক আর তোমারি হোক্‌। মোজাটা হ'চ্চে মোজা, পাগড়িটা হ'চ্চে পাগ্‌ড়ি। ভুল ক'রে মোজাটাকে যদি পাগ্‌ড়ি ক'রেই পরি, তাহ'লে আমি ভুল ক'রেচি ব'লেই মোজাটা কি পাগ্‌ড়ি হ'য়ে উঠবে?

গদাই

( স্বগত ) সর্ব্বনাশ! এ আবার হঠাৎ মোজার কথা তোলে কেন, খবর পেয়েছে নাকি? সেদিন যখন মোজা জোড়া মাথায় জড়িয়ে ব'সেছিলুম হয়তো কোথা দিয়ে দেখে থাক্‌বে! ( প্রকাশ্যে ) ওহে মোজা নিয়ে ভুল ক'র্‌লেও তাতে মোজার বুক ফাটে না, বড়ো জোর সেলাই ফেঁসে যেতে পারে—কিন্তু মানুষকে নিয়ে ভুল ক'রে তারপরে "ঐ যাঃ" ব'লে স'রে দাঁড়ালে তো চলে না।

চন্দ্র

বকাবকি ক'রে লাভ কি গদাই? এখন বলো বিনোদ, কর্ত্তব্য কী?

বিনোদ

আমি তাঁকে তাঁর বাপের বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েচি।

চন্দ্র

তুমি নিজে চেষ্টা ক'রে? না তিনি রাগ ক'রে গেছেন?

বিনোদ

না, আমি তাঁকে একরকম বুঝিয়ে দিলুম—

চন্দ্র

যে, এখানে তিনি টিকতে পা'রবেন না। তুমি সব পারো—বিনু, আজ আমার মনটা কিছু অস্থির আছে, আজ আর থাকতে পারচিনে।

[ প্রস্থান।

---

## তৃতীয় দৃশ্য

নিবারণের বাসা

ইন্দু ও কমল

কমল

না ভাই ইন্দু, ওরকম ক'রে তুই বলিসনে।

ইন্দু

কী রকম ক'রে ব'লতে হবে? ব'লতে হবে, স্ত্রীর ভরটুকুও সইতে পারেন না, বিনোদবিহারী এত বড়োই সৌখীন কবি। তাঁর বড়ো জোর সহ্য হয় ফিকে চাঁদের আলো, কিম্বা ঝরা ফুলের গন্ধ। আমি ভাবচি তোর মতো মেয়েকেও সইতে পারল না, ওর রুচিটি এতই ফিন্‌ফিনে, আর তুই যে ওর মতো পুরুষকেও সহ্য ক'রতে পারচিস, তোর রুচিকে বাহাদুরী দিই!

কমল

তুই বুঝিসনে ইন্দু, ওরা যে পুরুষ মানুষ। আমাদের এক ভাব ওদের আর এক ভাব। মেয়েমানুষের ভালোবাসা সবুর ক'র্‌তে পারে না, বিধাতা তার হাতে সে অবসর দেন নি। পুরুষ অনেক ঠেকে' অনেক ঘা খেয়ে তার পরে ভালোবাস্‌তে শেখে, ততদিন পৃথিবী সবুর ক'রে থাকে, কাজের ব্যাঘাত হয় না।

ইন্দু

ইস্‌! কী সব নবাব। আচ্ছা, দিদি, তুই কি বলিস্ গদাই গয়লার সঙ্গে আজই যদি আমার বিয়ে হয় অম্‌নি কাল ভোর থেকেই তাড়াতাড়ি তার চরণ দুটো ধ'রে সেবা ক'রতে ব'সে যাব—মনে ক'রব ইনি আমার চিরকালের গয়লা, পূর্ব্বজন্মের গয়লা, বিধাতা একে এবং এর অন্য গোরুগুলিকে গোয়ালসুদ্ধ আমারই হাতে সমর্পণ ক'রে দিয়েচেন।

কমল

ইন্দু, তুই কী যে বকিস্ আমি তোর সঙ্গে পেরে উঠিনে। গদাই গয়লাকে তুই বিয়ে ক'রতে যাবি কেন—সে একে গয়লা তাতে আবার তার দুই বিয়ে।

ইন্দু

আচ্ছা না হয় গদাই গয়লা না হ'লো—পৃথিবীতে গদাইচন্দ্রের তো অভাব নেই।

কমল

তা তোর অদৃষ্টে যদি কোনো গদাই থাকে তা হ'লে অবিশ্যি তাকে ভালোবাস্‌বি—

ইন্দু

কখখনো বাস্‌ব না। আচ্ছা তুমি দেখো! বিয়ে ক'রেচি ব'লেই

দিয়ে অমনি তার পরদিন থেকে গদাই গদাই ক'রে গদগদ হ'য়ে বেড়াব, আমাকে তেমন মেয়ে পাওনি! আমি দিদি তোর মতন না ভাই!

কমল

আসল জানিস্ ইন্দু, ওদের না হ'লে আমাদেব চ'ল্‌তে পারে কিন্তু আমাদের না হ'লে পুরুষ মানুষের চলে না, সেই জন্তে ওদের আমরা ভালোবাসি।

( নিবারণের প্রবেশ )

নিবারণ

মা, তোমাকে দেখলে আমি চোখের জল রাখতে পারি নে। আমার মার কাছে আমি অপরাধী—তোমার কাছে আমার দাঁড়ানো উচিত হয় না।

কমল

কাকা, আপনি অমন ক'রে ব'ল্‌বেন না, আমার অদৃষ্টে যা ছিল তাই হ'য়েছে—

ইন্দু

বাবা, আসলে যার অপরাধ তাকে কিছু না ব'লে তার অপরাধ তোমরা পাঁচজনে কেন ভাগ ক'রে নিচ্ছ, আমি তো বুঝতে পারি নে।

নিবারণ

থাক্ মা, সে সব আলোচনা থাক্—এখন একটা কাজের কথা ব'লি, কমল মন দিয়ে শোনো। তোমাকে এতদিন গরীবের মেয়ে ব'লে পরিচয় দিয়ে এসেচি, সে কথাটা ঠিক নয়। তোমার বাপের সম্পত্তি নিতান্ত সামান্ত ছিল না—আমারই হাতে সে সমস্ত আছে। ইতিমধ্যে অনেক টাকা জমেছে এবং সুদেও বেড়েচে; তোমার কুড়ি বছর বয়স

হ'লে তবে তোমার পাবার কথা। সময় হ'য়েচে, এখন নাও তোমার বিষয়। সেই টানে হয় তো স্বামীও এসে পড়বে।

কমল

কাকা, তাঁকে আপনি এ সংবাদ দেবেন না। কথাটা যাতে কেউ টের না পায়, আপনাকে তাই ক'রতে হবে।

নিবারণ

কেন বলো দেখি মা?

কমল

একটু কারণ আছে। সমস্তটা ভেবে আপনাকে পরে ব'ল্‌ব।

নিবারণ

আচ্ছা।

[ প্রস্থান।

ইন্দু

তোর মৎলবটা কী আমাকে বল্‌তো।

কমল

আমি আর একটা বাড়ি নিয়ে ছদ্মবেশে ওঁর কাছে অন্য স্ত্রীলোক ব'লে পরিচয় দেবো।

ইন্দু

সে তো বেশ হবে ভাই। ওরা ঠিক নিজের স্ত্রীকে ভালোবেসে সুখ পায় না। কিন্তু বরাবর রাখতে পার্‌বি তো?

কমল

বরাবর রাখ্‌বার ইচ্ছে আমার নেই বোন্‌—

ইন্দু

ফের আবার একদিন স্বামী স্ত্রী সাজ্‌তে হবে না কি?

কমল

হাঁ ভাই, যতদিন যবনিকা পতন না হয়। ঐ শিবচরণ বাবু বোধ হয় আস্‌চেন, চল পালাই।

[ উভয়ের প্রস্থান।

( গদাই ও শিবচরণের প্রবেশ )

শিব

দেখ্‌ নিবারণকে আজ শেষ কথা ব'ল্‌ব ব'লেই এখানে এসেচি। এখন তোর মনের কথাটা স্পষ্ট ক'রেই বল্‌।

গদাই

আমি তো সব কথাই স্পষ্ট ক'রেই ব'লেচি। বিয়ে করবার কথায় এখন মন দিতেই পারচিনে।

শিব

এই বুড়ো বয়সে তুই যে একটা সামান্য বিষয়ে আমাকে এত দুঃখ দিবি তা কে জান্‌ত।

গদাই

বাবা, এটা কি সামান্য বিষয় হ'লো?

শিব

আরে বাপু, সামান্য না তো কী। বিয়ে করা বৈ তো নয়। রাস্তার মুটে-মজুরগুলোও যে বিয়ে ক'র্‌চে। ওতে তো খুব বেশি বুদ্ধি খরচ ক'র্‌তে হয় না, বরঞ্চ কিছু টাকা খরচ আছে, তা সেও বাপমায়ে যোগায়। তুই এমন বুদ্ধিমান ছেলে, এতগুলো পাশ ক'রে শেষকালে এইখানে এসে ঠেক্‌ল?

গদাই

আপনি তো সব শুনেচেন—আমি তো বিয়ে ক'র্‌তে অসম্মত নই—

শিব

আরে তাতেই তো আমার বুঝতে আরো গোল বেধেচে। যদি বিয়ে ক'র্‌তেই আপত্তি না থাকে, তবে না হয় একটাকে না ক'রে আর একটাকেই ক'র্‌লি। নিবারণকে কথা দিয়েচি—আমি তার কাছে মুখ দেখাই কী ক'রে।

গদাই

নিবারণবাবুকে ভালো ক'রে বুঝিয়ে ব'ল্লেই সব—

শিব

আরে, আমি নিজে বুঝতে পারিনে, নিবারণকে বোঝাব কী। আমি যদি তোর মাকে বিয়ে না ক'রে তোর মাসীকে বিয়ে করবার প্রস্তাব মুখে আন্‌তুম, তা হ'লে তোর ঠাকুরদাদা কি আমার দু'খানা হাড় একত্র রাখ্‌ত। প'ড়েচিস্ ভালো মানুষের হাতে—

গদাই

শুনেচি আমার ঠাকুর্দ্দা মশায়ের মেজাজ ভালো ছিল না—

শিব

কী বলিস্ বেটা। মেজাজ ভালো ছিল না। তোর বাবার চেয়ে তিনশো গুণে ভালো ছিল! কিছু বলিনে ব'লে বটে। সে যাহোক্, এখন যা হয় একটা কথা ঠিক ক'রেই বল।

গদাই

আমি তো বরাবর এক কথাই ব'লে আস্‌চি।

শিব

( সরোষে ) তুই তো ব'ল্‌চিস্ এক কথা। আমিই কি এক কথার বেশি ব'ল্‌চি। মাঝের থেকে কথা যে আপনিই দুটো হ'য়ে যাচ্চে! আমি এখন নিবারণকে ব'লি কী? তা সে যাহোক্, তুই তা হ'লে

নিবারণের মেয়ে ইন্দুমতীকে কিছুতেই বিয়ে ক'র্‌বিনে ? যা ব'ল্‌বি এক কথা বল্‌ !

গদাই

কিছুতেই না বাবা !

শিব

একমাত্র বাগবাজারের কাদম্বিনীকেই বিয়ে ক'র্‌বি ? ঠিক ক'রে ব'লিস্‌ ! এক কথা !

গদাই

সেই রকমই স্থির ক'রেচি—

শিব

বড়ো উত্তম কাজ ক'রেচ—এখন আমি নিবারণকে কী ব'ল্‌ব !

গদাই

ব'ল্‌বেন, আপনার অবাধ্য ছেলে তাঁর কন্যা ইন্দুমতীর যোগ্য নয়।

শিব

কোথাকার নির্লজ্জ ! আমাকে আর তোর শেখাতে হবে না। কী ব'ল্‌তে হবে তা আমি বিলক্ষণ জানি। তবে ওর আর কিছুতেই নড়চড় হবে না ? এক কথা !

গদাই

না বাবা, সে জন্যে আপনি ভাববেন না।

শিব

আরে মোলো ! আমি সেই জন্যেই ভেবে ম'র্‌চি আর কি। আমি ভাবচি নিবারণকে বলি কী !

# চতুর্থ অঙ্ক

## প্রথম দৃশ্য

সুসজ্জিত গৃহ

বিনোদ

এরা বেছে বেছে এত দেশ থাক্‌তে আমাকে উকিল পাক্‌ড়ালে কী ক'রে আমি তাই ভাব্‌চি! আমার অদৃষ্ট ভালো ব'ল্‌তে হবে। এখন টিক্‌তে পার্‌লে হয়।

( ঘোমটা পরিয়া কমলের প্রবেশ )

বিনোদ

আহা, মুখটি দেখতে পেলে বেশ হ'ত। আপনি আমাকে ডেকে পাঠিয়েচেন?

কমল

হাঁ। আপনি বোধ হয় আমার অবস্থা সবই জানেন।

বিনোদ

কিছু কিছু শুনেচি। গলাটা যে তারি মতন শোনাচ্চে! সব মেয়েরই গলা প্রায় এক রকম দেখ্‌চি। কিন্তু তার চেয়ে কত মিষ্টি!

কমল

সে কথা থাক্‌। আমার যা কিছু সমস্তর কর্ত্তৃত্বভার আপনাকে নিতে হবে।

বিনোদ

আপনি যে আমাকে এত বড়ো বিশ্বাসের যোগ্য মনে ক'র্‌লেন,

এতেই আমাকে যোগ্যতা দেবে। আপনার বিশ্বাসই আমাকে মানুষ ক'রে তুল্‌বে।

কমল

আপনাকে আর বেশিক্ষণ আবদ্ধ ক'রে রাখতে চাইনে, আপনার বোধ করি অনেক কাজ আছে—

বিনোদ

না, না, সে জন্যে আপনি ভাববেন না। আমার সহস্র কাজ থাক্‌লেও সমস্ত পরিত্যাগ ক'রে আমি—

কমল

কাল পয়লা তারিখ, কাল থেকে তা হ'লে আমার কর্ম্মচারীদের কাছ থেকে আপনি বুঝে প'ড়ে নিন্‌। নিবারণবাবু এখনি আসবেন, তিনি এলে তাঁর কাছ থেকেও অনেকটা জেনে শুনে নিতে পারবেন!

বিনোদ

নিবারণবাবু?

কমল

আপনি তাঁকে চেনেন বোধ হয়, কারণ, তিনিই প্রথমে আপনার জন্যে আমার কাছে অনুরোধ ক'রে দিয়েচেন।

বিনোদ

( স্বগত ) ছি ছি ছি বড়ো লজ্জা বোধ হ'চ্ছে। আমি কালই আমার স্ত্রীকে ঘরে নিয়ে আস্‌ব। এখন তো আমার কোনো অভাব নেই!

কমল

আপনি বরঞ্চ নীচের ঘরে একটু অপেক্ষা করুন, নিবারণবাবু এলেই খবর পাঠিয়ে দেবো। আর একটা কথা, আমি যে কাল আপনাকে চিঠিতে জানিয়েছি, আপনার বন্ধু ললিত চাটুয্যেকে একবার এখানে আন্‌তে, সেটার কিছু ব্যবস্থা হ'য়েচে?

বিনোদ

সব ঠিক আছে। তিনি এলেন ব'লে, আর দেরি নেই।

কমল

তবে আমি আসি।

[ প্রস্থান।

বিনোদ

হায় হায় এতটাই যখন বিশ্বাস ক'রলেন, তখন কেবল আর তিন ইঞ্চি পরিমাণ বিশ্বাস ক'রে ঘোমটা খুল্‌লে বাঁচা যেত। তা হ'লেই চোখ দুটি দেখতে পেতুম। কিন্তু নিবারণ বাবুকে নিয়ে কী করা যায়!

[ প্রস্থান।

( নিবারণ ও কমলমুখীর প্রবেশ )

কমল

আমার জন্যে আপনি আর কিছু ভাববেন না—এখন ইন্দুর এই গোলটা চুকে গেলেই বাঁচা যায়।

নিবারণ

তাই তো মা, আমাকে ভারি ভাবনা ধরিয়ে দিয়েছে। আমি এ দিকে শিবু ডাক্তারের সঙ্গে কথাবার্ত্তা এক রকম স্থির ক'রে ব'সে আছি, এখন তাকেই বা কী ব'লি, ললিত চাটুয্যেকেই বা কোথায় পাওয়া যায়, আর, সে বিয়ে ক'রতে রাজি হয় কি না তাই বা কে জানে।

কমল

সে জন্যে ভাববেন না কাকা। আমাদের ইন্দুকে চোখে দেখলে বিয়ে ক'রতে নারাজ হবে, এমন ছেলে কেউ জন্মায় নি।

নিবারণ

ওদের দেখা শোনা হয় কী ক'রে?

কমল

সে আমি সব ঠিক ক'রেছি।

নিবারণ

তুমি কী ক'রে ঠিক ক'র্‌লে মা?

কমল

আমি ওঁকে ব'লে দিয়েছি ওঁর বন্ধু ললিত বাবুকে এখানে নিয়ে আস্‌বেন। তার পর একটা উপায় করা যাবে।

নিবারণ

তা সব যেন হ'ল, আমি ভাবচি শিবুকে কী ব'ল্‌ব!

কমল

ঐ উনি আস্‌ছেন। আমি তবে যাই।

[ প্রস্থান।

( বিনোদের প্রবেশ )

বিনোদ

এই যে, আমি আপনার কথাই ভাবছিলুম।

নিবারণ

কেন বাপু, আমি তো তোমার মক্কেল নই।

বিনোদ

আজ্ঞে, আমাকে লজ্জা দেবেন না—আপনি বুঝতেই পারচেন—

নিবারণ

না বাপু, আমি কিছুই বুঝতে পারি নে। আমরা সেকালের লোক।

বিনোদ

আমার স্ত্রী আপনার ওখানে আছেন—

নিবারণ

তা অবশ্য—তাঁকে তো আমরা ত্যাগ ক'র্‌তে পারি নে—

বিনোদ

আমার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা ক'রে তাঁকে যদি আমার ওখানে পাঠিয়ে দেন—

নিবারণ

বাপু, আবার কেন পাল্কী ভাড়াটা লাগাবে ?

বিনোদ

আপনারা আমাকে কিছু ভুল বুঝছেন। আমার অবস্থা খারাপ ছিল ব'লেই আমার স্ত্রীকে—তা যাই হোক্—তাঁকে ত্যাগ ক'র্‌বার অভিপ্রায় ছিল না। এখন আপনারই অনুগ্রহে তো—তা এখন তো অনায়াসে—

নিবারণ

বাপু, এ তো তোমার পোষা পাখী নয়। সে যে সহজে তোমার ওখানে যেতে রাজি হবে—এমন আমার বোধ হয় না।

বিনোদ

আপনি অনুমতি দিলে আমি নিজে গিয়ে তাঁকে অনুনয় বিনয় ক'রে নিয়ে আসতে পারি।

নিবারণ

আচ্ছা, সে বিষয় বিবেচনা ক'রে পরে ব'লব।

[ প্রস্থান।

বিনোদ

বুড়োও তো কম একগুঁয়ে নয় দেখছি। যা হোক এ পর্য্যন্ত রাণীকে কিছু বলে নি বোধ হয়।

( চন্দ্রের প্রবেশ )

বিনোদ

কি হে চন্দর ! তুমি এখানে যে !

চন্দ্র

নিবারণ বাবু এই বাড়ীতে কী কাজে এসেছেন শুনলুম। আজ তাঁরই ওখানে আমার খাওয়ার পালা প'ড়েছে, বুড়ো ভুলে গেছেন কি না খবর নিতে এসেছি। ক্ষিধে পেয়েছে। তুমিও বুঝি নিবারণ বাবুর খোঁজে এখানে এসেছ?

বিনোদ

সে কথা পরে হবে। কিন্তু তুমি পালা ক'রে খাচ্ছ, তার মানে তো বুঝতে পারছি নে চন্দরদা।

চন্দ্র

আর ভাই মহা বিপদে প'ড়েছি।

বিনোদ

কেন কী হ'য়েছে?

চন্দ্র

কি জানি ভাই, কখন তোদের সাক্ষাতে কথায় কথায় কী কতকগুলো মিছে কথা ব'লেছিলুম, তাই শুনে ব্রাহ্মণী বাপের বাড়ি এমনই গা-ঢাকা হ'য়েছেন যে, কিছুতেই তাঁর আর নাগাল পাচ্ছিনে।

বিনোদ

বলো কি দাদা! তোমার বাড়ীতে তো এ দণ্ডবিধি পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল না!

চন্দ্র

না ভাই, কালক্রমে কতই যে হ'চ্ছে, কিছু বুঝতে পারছি নে!

বিনোদ

এখন তা হ'লে তোমার ছুটি চ'ল্‌ছে বলো। জীবনে এই বোধ হয় ডোমেষ্টিক সার্ভিসে তোমার প্রথম ফার্লো।

চন্দ্র

হাঁ রে, কিন্তু without pay। বিনু, আমার দুঃখ তোরা বুঝতেই পারবি নে। তুই সে দিন ব'ল্‌ছিলি বিয়ে না করাটাই তোর মুখস্থ হ'য়ে গেছে। আমার ঠিক তার উল্টো। ঐ স্ত্রীটিকে এমনই বিশ্রী অভ্যেস ক'রে ফেলেছি যে, হঠাৎ বুকের হাড় কখানা খসে গেলে যেমন একদম খালি ঠেকে, ঐ স্ত্রীটি আড়াল হলেই তেমনই জগৎটা যেন কাটা বেলুনের মতো চুপসে যায়।

বিনোদ

এখন উপায় কি ?

চন্দ্র

মনে ক'রছি আমি উল্টে রাগ ক'রব। আমিও ঘর ছেড়ে তোর এখানেই থাক্‌ব। আমার বন্ধুদের মধ্যে তোকেই সে সব চেয়ে বেশি ভয় করে। তার বিশ্বাস, তুই আমার মাথাটি খেয়েছিস্।

বিনোদ

তা বেশ কথা। কিন্তু আমাকে যে আবার শ্বশুরবাড়ী যেতে হচ্ছে।

চন্দ্র

কার শ্বশুর বাড়ী ?

বিনোদ

আমার নিজের, আবার কার !

চন্দ্র

( সানন্দে বিনুর পৃষ্ঠে চপেটাঘাত করিয়া ) সত্যি ব'ল্‌ছিস বিনু ?

বিনোদ

স্ত্রীকে আনতে চ'লেছি, নিতান্ত লক্ষ্মীছাড়ার মতো থাকতে আর ইচ্ছে ক'র্‌ছে না।

চন্দ্র

কিন্তু এত দিন তোর এ আক্কেল ছিল কোথায়? যত কাল আমার সংসর্গে ছিলি, এমন সব সৎসঙ্কল্পের প্রসঙ্গ তো শুন্‌তে পাই নি, দু'দিন আমাব দেখা পাস্‌ নি, আর তোর ধর্ম্মবুদ্ধি এতদূর পরিষ্কার হ'য়ে এলো?

বিনোদ

কিন্তু চন্দর দা, বিপদ কী হয়েচে জানো। নিবারণবাবুর যে রকম মেজাজ দেখ্‌লুম, সহজে কমলকে আমার কাছে পাঠাতে রাজি হবেন না। তুমি তো তাঁর ওখানে খেতে যাচ্চ, আমার হ'য়ে একটু ওকালতি ক'র্‌তে হবে।

চন্দ্র

নিশ্চয় ক'র্‌ব। কিন্তু ওরা যে বল্‌লে নিবারণবাবু এখানে এসেচেন।

বিনোদ

এই খানিকক্ষণ হ'ল তিনি চলে গেছেন, তুমি আর দেরি কোরো না।

[ প্রস্থান।

( ইন্দু ও কমলেব প্রবেশ )

কমল

তোর জ্বালায় তো আর বাঁচিনে ইন্দু! তুই আবার একী জটা পাকিয়ে ব'সে আছিস্‌! ললিতবাবুর কাছে তোকে কাদম্বিনী ব'লে উল্লেখ ক'র্‌তে হবে না কি?

ইন্দু

তা কী ক'র্‌ব, দিদি! কাদম্বিনী না বল্লে যদি সে না চিন্‌তে পারে, তা হ'লে ইন্দু ব'লে পরিচয় দিয়ে লাভটা কী?

কমল

ইতিমধ্যে তুই এত কাণ্ড কখন ক'রে তুল্‌লি, তা তো জানিনে! একটা যে আস্ত নাটক বানিয়ে বসেচিস্!

ইন্দু

তোমার বিনোদবাবুকে বোলো, তিনি লিখে ফেল্‌বেন এখন, তারপর মেট্রপলিটান থিয়েটারে অভিনয় দেখ্‌তে যাব! ঐ ভাই, তোমার বিনোদবাবু আস্‌চেন, আমি পালাই।

[ প্রস্থান।

( বিনোদের প্রবেশ )

বিনোদ

মহারাণী, আমার বন্ধু এলে কোথায় তাঁকে বসাব?

কমল

এই ঘরেই বসাবেন।

বিনোদ

ললিতের সঙ্গে আপনার যে-বন্ধুর বিবাহ স্থির ক'র্‌তে হবে—তাঁর নামটি কী?

কমল

কাদম্বিনী। বাগবাজারের চৌধুরীদের মেয়ে।

বিনোদ

আপনি যখন আদেশ করচেন আমি যথাসাধ্য চেষ্টা ক'র্‌ব। কিন্তু ললিতের কথা আমি কিছুই ব'ল্‌তে পারিনে। সে যে এ সব প্রস্তাবে আমাদের কারো কথায় কর্ণপাত ক'র্‌বে এমন বোধ হয় না—

কমল

আপনাকে সে জন্যে বোধ হয় বেশি চেষ্টা ক'র্‌তেও হবে না—কাদম্বিনীর নাম শুনলেই তিনি আর বড়ো আপত্তি ক'র্‌বেন না।

বিনোদ

তা হ'লে তো আর কথাই নেই।

কমল

মাপ করেন যদি আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা ক'র্‌তে চাই।

বিনোদ

এখনি। (স্বগত) স্ত্রীর কথা না তুল্‌লে বাঁচি!

কমল

আপনার স্ত্রী নেই কি?

বিনোদ

কেন বলুন দেখি? স্ত্রীর কথা কেন জিজ্ঞাসা ক'র্‌চেন?

কমল

আপনি তো অনুগ্রহ ক'রে এই বাড়িতেই বাস কর্‌চেন, তা আপনার স্ত্রীকে আমি আমার সঙ্গিনীর মতো ক'রে রাখতে চাই। অবিশ্যি যদি আপনার কোন আপত্তি না থাকে।

বিনোদ

আপত্তি! কোনো আপত্তিই থাক্‌তে পারে না। এ তো আমার সৌভাগ্যের কথা।

কমল

আজ সন্ধ্যের সময় তাঁকে আন্‌তে পারেন না?

বিনোদ

আমি বিশেষ চেষ্টা ক'র্‌ব।

[ কমলের প্রস্থান।

( ভৃত্যের প্রবেশ )

ভৃত্য

একটি সাহেব বাবু এসেচেন।

বিনোদ

এইখানেই ডেকে নিয়ে আয়।

( সাহেবী বেশে ললিতের প্রবেশ )

ললিত

( শেকহ্যাণ্ড করিয়া ) Well! How goes the world? ভালো তো?

বিনোদ

এক রকম ভালয় মন্দয়। তোমার কী রকম চল্‌চে?

ললিত

Pretty well! জান, I am going in for studentship next year.

বিনোদ

ওহে, আর কত দিন একজামিন দিয়ে ম'র্‌বে। বিয়ে থাওয়া ক'র্‌তে হবে না, না কি? এদিকে যৌবনটা যে ভাঁটিয়ে গেল।

ললিত

Hallo! You seen to have queer ideas on the subject! কেবল যৌবনটুকু নিয়ে one can't marry। I suppose first of all you must get a girl whom you—

বিনোদ

আহা তা তো বটেই। আমি কি বল্‌চি তুমি তোমার নিজের হাত পা গুলোকে বিয়ে ক'র্‌বে? অবিশ্যি মেয়ে একটি আছে।

ললিত

I know that! একটি কেন? মেয়ে there is enough and to spare! কিন্তু তা নিয়ে তো কথা হচ্চে না।

বিনোদ

আহা তোমাকে নিয়ে তো ভাল বিপদে পড়া গেল! পৃথিবীর সমস্ত কন্যাদায় তোমাকে হরণ ক'র্‌তে হবে না। কিন্তু যদি একটি বেশ সুন্দরী সুশিক্ষিত বয়ঃপ্রাপ্ত মেয়ে তোমাকে দেওয়া যায়,তা হলে কী বলো!

ললিত

I admire your cheek বিনু। তুমি wife select ক'র্‌বে আর আমি marry ক'র্‌ব! I don't see any rhyme or reason in such co-operation। পোলিটিক্যাল ইকনমিতে division of labour আছে কিন্তু there is no such thing in marriage।

বিনোদ

তা বেশ তো, তুমি দেখ, তার পরে পছন্দ না হয়, বিয়ে কোরো না।

ললিত

My dear fellow, you are very kind! কিন্তু আমি বলি কী, you need not bother yourself about my happiness। আমার বিশ্বাস আমি যদি কখনো কোনো girlকে love করি, I will love her without your help এবং তারপরে যখন বিয়ে ক'র্‌ব you'll get your invitation in due form!

বিনোদ

আচ্ছা ললিত, যদি সে মেয়েটির নাম শুন্‌লেই তোমার পছন্দ হয়?

ললিত

The idea! নাম শুনে পছন্দ! যদি মেয়েটিকে বাদ দিয়ে simply নামটিকে বিয়ে ক'র্‌তে বল, that's a safe proposition!

বিনোদ

আগে শোনো, তারপর যা ব'লতে হয় বোলো—মেয়েটির নাম—কাদম্বিনী।

ললিত

কাদম্বিনী। She may be all that is nice and good কিন্তু, I must confess, তার নাম নিয়ে তাকে congratulate করা যায় না। যদি তার নামটাই তার best qualification হয়, তাহ'লে I should try my luck in some other quarter!

বিনোদ

( স্বগত ) এর মানে কী। তবে যে বাণী ব'ললেন কাদম্বিনীর নাম শুনলেই লাফিয়ে উঠবে। দূর হোক্ গে! একে খাওয়ানটাই বাজে খরচ হ'ল—আবার এই ম্লেচ্ছটার সঙ্গে আরও আমাকে নিদেন দুঘণ্টা কাটাতে হবে দেখচি।

ললিত

I say, it's infernally hot here—চল না বারান্দায় গিয়ে বসা যাক্।

---

## দ্বিতীয় দৃশ্য

কমলমুখীর অন্তঃপুর

কমল ও ইন্দু

ইন্দু

দিদি, আর বলিস্‌নে, দিদি, আর বলিসনে। পুরুষ মানুষকে আমি চিনেচি। তুই বাবাকে বলিস্ আমি কাউকে বিয়ে ক'রব না।

কমল

তুই ললিত বাবু থেকে সব পুরুষ চিন্‌লি কী ক'রে ইন্দু!

ইন্দু

আমি জানি ওরা কেবল কবিতায় ভালোবাসে তা ছন্দ মিলুক আর না মিলুক। ছি ছি ছি ছি, দিদি, আমার এমনি লজ্জা ক'রচে! ইচ্ছে ক'রচে মাটির সঙ্গে মাটি হ'য়ে মিশে যাই। কাদম্বিনীকে সে চেনে না? মিথ্যেবাদী! কাদম্বিনীর নামে কবিতা লিখেচে, সে খাতা এখনো আমার কাছে আছে।

কমল

যা হ'য়ে গেছে তা নিয়ে ভেবে আর কী ক'রবি! এখন কাকা যাকে ব'লচেন, তাকে বিয়ে কর্!

[ইন্দুমতীর প্রস্থান।

( নিবারণের প্রবেশ )

নিবারণ

কী ক'রি বল তো মা! ললিত চাটুয্যে যা ব'লেচে সে তো সব শুনেছ? সে বিনোদকে কেবল মারতে বাকী রেখেচে। অপমান যা হবার তা হ'য়েচে—

কমল

না কাকা, তার কাছে ইন্দুর নাম করা হয়নি, আপনার মেয়ের কথা হ'চ্চে, তাও সে জানে না।

নিবারণ

ইদিকে আবার শিবুকে কথা দিয়েচি, তাকেই বা কী বলি! তুমি মা, ইন্দুকে ব'লে ক'য়ে ওদের দুজনের দেখা করিয়ে দিতে পার তো ভালো হয়।

কমল

গদাইয়ের মনের ইচ্ছে কী সেটাও তো জানতে হবে কাকা! আবার কি এই রকম একটি কাণ্ড বাধানো ভালো।

নিবারণ

সে আমি তার বাপের কাছে শুনেচি, সে বলে আমি উপার্জ্জন না ক'রে বিয়ে ক'রব না। সে তো আমার মেয়েকে কখনো চক্ষে দেখে নি। একবার দেখ্‌লে ওসব কথা ছেড়ে দেবে।

কমল

তা ইন্দুকে আমি সম্মত করাতে পারব।

[ নিবারণের প্রস্থান।

( ইন্দুর প্রবেশ )

কমল

লক্ষ্মী দিদি আমার, আমার একটি অনুরোধ তোর রাখতে হবে।

ইন্দু

কী বলনা ভাই ?

কমল

একবার গদাই বাবুর সঙ্গে তুই দেখা কর।

ইন্দু

কেন দিদি, তাতে আমার কী প্রায়শ্চিত্তটা হবে।

কমল

তোর যখন যা ইচ্ছে তাই করেছিস ইন্দু, কাকা তাতে বাধা দেন নি। আজ কাকার একটি অনুরোধ রাখবিনে ?

ইন্দু

রাখব ভাই—তিনি যা ব'লবেন তাই শুনবো।

কমল

তবে চল, তোর চুলটা একটু ভালো ক'রে দিই। নিজের উপরে এতটা অযত্ন করিস নে।

[ প্রস্থান।

( গদাইয়ের প্রবেশ )

গদাই

চন্দর যখন পীড়াপীড়ি ক'রচে তা না হয় একবার ইন্দুমতীর সঙ্গে দেখা করাই যাক। শুনেচি তিনি বেশ বুদ্ধিমতী সুশিক্ষিতা মেয়ে—তাঁকে আমার অবস্থা বুঝিয়ে বল্‌লে তিনি নিজেই আমাকে বিবাহ ক'রতে অসম্মত হবেন। তা হ'লে আমার ঘাড় থেকে দায়টা যাবে—বাবাও আর পীড়াপীড়ি ক'রবেন না।

( মুখে ঘোমটা টানিয়া ইন্দুমতীর প্রবেশ )

ইন্দু

বাবা যখন ব'লচেন তখন দেখা ক'রতেই হবে, কিন্তু কারো অনুরোধে তো পছন্দ হয় না। বাবা কখনোই আমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে বিয়ে দেবেন না।

গদাই

( নতশিরে ইন্দুর প্রতি ) আমাদের মা বাপ আমাদের পরস্পরের বিবাহের জন্যে পীড়াপীড়ি ক'রচেন, কিন্তু আপনি যদি ক্ষমা করেন তো আপনাকে একটি কথা বলি—

ইন্দু

একি! এ যে ললিত বাবু! ( উঠিয়া দাঁড়াইয়া ) ললিত বাবু, আপনাকে বিবাহের জন্যে যারা পীড়াপীড়ি ক'রচেন, তাঁদের আপনি জানাবেন, বিবাহ এক পক্ষের সম্মতিতে হয় না। আমাকে আপনার বিবাহের কথা ব'লে কেন অপমান ক'রচেন?

গদাই

একি! এ যে কাদম্বিনী! ( উঠিয়া দাঁড়াইয়া ) আপনি এখানে আমি তা জান্‌তুম না। আমি মনে ক'রেছিলুম, নিবারণবাবুর কন্যা

ইন্দুমতীর সঙ্গে আমি কথা কচ্চি—কিন্তু আমার যে এমন সৌভাগ্য হবে—

ইন্দু

ললিত বাবু, আপনার সৌভাগ্য আপনি মনে মনে রেখে দেবেন, সে কথা আমার কাছে প্রচার ক'রবার দরকার দেখিনে।

গদাই

আপনি কাকে ললিতবাবু ব'লচেন? ললিতবাবু বারান্দায় বিনোদের সঙ্গে গল্প ক'রচেন—যদি আবশ্যক থাকে তাঁকে ডেকে নিয়ে আসি।

ইন্দু

না, না, তাঁকে ডাকতে হবে না। আপনি তা হ'লে কে?

গদাই

এর মধ্যেই ভুলে গেলেন? চন্দ্রবাবুর বাসায় আপনি নিজে আমাকে চাকরি দিয়েচেন, আমি তৎক্ষণাৎ তা মাথায় ক'রে নিয়েচি—ইতিমধ্যে বরখাস্ত হবার মতো কোনো অপরাধ করিনি তো।

ইন্দু

আপনার নাম কি ললিতবাবু নয়?

গদাই

যদি পছন্দ করেন তো ঐ নামই শিরোধার্য ক'রে নিতে পারি কিন্তু বাপ মায়ে আদর ক'রে আমার নাম রেখেছিলেন গদাই।

ইন্দু

গদাই?—ছি ছি, এ কথা আমি আগে জান্‌তে পারলুম না কেন?

গদাই

তা হ'লে কি চাকরি দিতেন না? এখন কী আদেশ করেন?

ইন্দু

আমি আদেশ ক'রচি, ভবিষ্যতে যখন কবিতা লিখবেন, কাদম্বিনীর পরিবর্ত্তে ইন্দুমতী নামটি ব্যবহার ক'রবেন আর ছন্দ মিলিয়ে লিখবেন।

গদাই

দুটোই যে আমার পক্ষে সমান অসাধ্য।

ইন্দু

আচ্ছা, ছন্দ মেলাবার ভার আমি নিজেই নেবো এখন, নামটা আপনি বদলে নেবেন—

গদাই

এমন নিষ্ঠুর আদেশ কেন ক'রচেন? চোদ্দটা অক্ষরের জায়গায় সতেরোটা বসানো কি এম্নি গুরুতর অপরাধ যে, সে জন্যে ভৃত্যকে একেবারে—

ইন্দু

না, সে অপরাধ আমি সহস্রবার মার্জ্জনা ক'রতে পারি, কিন্তু ইন্দুমতীকে কাদম্বিনী ব'লে ভুল ক'র্‌লে আমার সহ্য হবে না—

গদাই

আপনার নাম তবে—

ইন্দু

ইন্দুমতী।

গদাই

হায় হায়, এত দিন কী ভুলটাই ক'রেচি। বাগবাজারের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়িয়েছি, বাবা আমাকে উঠতে ব'স্‌তে দু'বেলা বাপান্ত ক'রেচেন, তার উপরে কাদম্বিনী নামটা ছন্দের ভিতর পূরতে মাথা ভাঙাভাঙি ক'রতে হ'য়েচে।—

( মৃদুস্বরে )

যেমনি আমায় ইন্দু প্রথম দেখিলে
কেমন ক'রে চকোর ব'লে তখনি চিনিলে—

কিম্বা

কেমন ক'রে চাকর ব'লে তখনি চিনিলে—

আহা, সে কেমন হ'তো !

ইন্দু

তবে, এখন ভ্রমসংশোধন করুন—এই নিন্ আপনার খাতা। আমি চ'ল্লুম।

[ প্রস্থান।

গদাই

( উচ্চস্বরে ) শুনে যান, আপনারও বোধ হ'চ্চে যেন একটা ভ্রম হ'য়েছিল—সেটাও অনুগ্রহ ক'রে সংশোধন ক'রে নেবেন—সুবিধে আছে, আপনাকে সেই সঙ্গে ছন্দ বদলাতে হবে না। হায় রে, সেই মোজার কবিতাটা যে অপরাধের বোঝা হ'য়ে আমার আনাটামির নোট-বইটা চেপে রইল। মেজর অপারেশন ক'রলেও যে ওটাকে ছাঁটা যাবে না। আর সেই বিফু করা মোজা ক'জোড়া! আজও যে প্রাণ ধরে সেগুলো ফিরিয়ে দিতে পারি নি! তার উপরে সেদিন থেকে ভক্ত ফুলুরিওয়ালার তেলে-ভাজা বেগ্নি খেয়ে খেয়ে অম্লশূল হবার যো হোলো। ঠাকুরদাসীকে খুঁজে বের ক'র্তে হবে। সে বুড়ীটাকে—ইচ্ছে ক'র্চে—থাক্ সে আর ব'লে কাজ নেই।

( নিবারণের প্রবেশ )

নিবারণ

দেখ বাপু, শিবু আমার বাল্যকালের বন্ধু—আমার বড়ো ইচ্ছে

তাঁর সঙ্গে আমার একটা পারিবারিক বন্ধন হয়। এখন তোমাদের ইচ্ছের উপরেই সমস্ত নির্ভর ক'রচে।

গদাই

আমার ইচ্ছের জন্যে আপনি কিছু ভাববেন না, আপনার আদেশ পেলেই আমি কৃতার্থ হই।

নিবারণ

( স্বগত ) যা মনে ক'রেছিলুম তাই। বুড়ো বাপ মাথা খোঁড়াখুড়ি ক'রে যা ক'রতে না পারলে, একবার ইন্দুকে দেখবামাত্র সমস্ত ঠিক হ'য়ে গেল। বুড়োরাই শাস্ত্র মেনে চলে—যুবোদের শাস্ত্রই এক আলাদা।—( প্রকাশ্যে ) তা বাপু, তোমার কথা শুনে বড়ো আনন্দ হোল! তা হ'লে একবার আমার মেয়েকে তার মতটা জিজ্ঞাসা ক'রে আসি। তোমরা শিক্ষিত লোক, বুঝতেই পার, বয়ঃপ্রাপ্ত মেয়ে, তার সম্মতি না নিয়ে তাকে বিবাহ দেওয়া যায় না।

গদাই

তা অবশ্য।

নিবারণ

তা হ'লে আমি একবার আসি। চন্দ্রবাবুদের এই ঘরে ডেকে দিয়ে যাই।

[ প্রস্থান।

( শিবচরণের প্রবেশ )

শিব

তুই এখানে ব'সে রয়েচিস্, আমি তোকে পৃথিবী-সুদ্ধ খুঁজে বেড়াচ্চি।

গদাই

কেন বাবা?

শিব

তোকে যে আজ তারা দেখতে আসবে।

গদাই

কা'রা ?

শিব

বাগবাজারের চৌধুরীরা।

গদাই

কেন ?

শিব

কেন! না দেখে-শুনে অমনি দস ক'রে বিয়ে হ'য়ে যাবে ? তোর বুঝি আর সবুর সইচে না ?

গদাই

বিয়ে কার সঙ্গে হবে ?

শিব

ভয় নেই রে বাপু, তুই যাকে চাস্ তারই সঙ্গে হবে। আমার ছেলে হ'য়ে তুই যে এত টাকা চিনেছিস্, তা তো জানতুম না, তা, সেই বাগবাজারের ট্যাকশালের সঙ্গেই তোর বিয়ে স্থির ক'রে এসেচি।

গদাই

সে কি বাবা ? আপনার মতের বিরুদ্ধে আমি বিয়ে ক'রতে চাইনে—বিশেষ আপনি নিবারণ বাবুকে কথা দিয়েচেন—

শিব

( অনেকক্ষণ হাঁ করিয়া গদাইয়ের মুখের দিকে নিরীক্ষণ )—তুই ক্ষেপেচিস না আমি ক্ষেপেচি আমাকে কে বুঝিয়ে দেবে। কথাটা একটু পরিষ্কার ক'রে বল, আমি ভালো ক'রে বুঝি।

গদাই

আমি সে চৌধুরীদের মেয়ে বিয়ে ক'রব না।

শিব

চৌধুরীদের মেয়ে বিয়ে ক'রবিনে। তবে কা'কে ক'রবি!

গদাই

নিবারণ বাবুর মেয়ে ইন্দুমতীকে।

শিব

(উচ্চৈঃস্বরে) কী! হতভাগা পাজি লক্ষ্মীছাড়া বেটা! যখন ইন্দুমতীর সঙ্গে সম্বন্ধ করি, তখন ব'লিস্ কাদম্বিনীকে বিয়ে ক'রবি, আবার যখন কাদম্বিনীর সঙ্গে সম্বন্ধ করি, তখন ব'লিস্ ইন্দুমতীকে বিয়ে ক'রবি—তুই তোর বুড়ো বাপকে একবার বাগবাজার একবা'র মির্জ্জাপুর ক্ষেপিয়ে নিয়ে নাচিয়ে নিয়ে বেড়াতে চাস্!

গদাই

আমাকে মাপ করো বাবা, আমার একটা মস্ত ভুল হ'য়ে গিয়েছিল—

শিব

ভুল কিরে বেটা, তোর সেই বাগবাজারে বিয়ে ক'র্তেই হবে। তাদের কোনো পুরুষে চিনিনে, আমি নিজে গিয়ে তাদের স্তুতি মিনতি ক'রে এলুম, যেন আমারি কন্যেদায় হ'য়েচে, তারপরে যখন সমস্ত ঠিক-ঠাক হ'য়ে গেল, আজ তা'রা আশীর্ব্বাদ ক'রতে আস্‌বে, তখন বলে কি না বিয়ে ক'রব না। আমি এখন চৌধুরীদের বলি কী!

(চন্দ্রের প্রবেশ)

চন্দ্র

(গদাইয়ের প্রতি) সমস্ত শুনলুম। ভাল একটি গোল বাধিয়েচ যা হোক্। এই যে ডাক্তারবাবু, ভাল আছেন তো?

শিব

ভালো আর থাকতে দিলে কই? এই দেখ না চন্দর, ওঁর নিজেরই কথামত একটি পাত্রী স্থির ক'রলুম—যখন সমস্ত ঠিক হ'য়ে গেলো, তখন বলে কি না, তাকে বিয়ে ক'রব না! আমি এখন চৌধুরীদের বলি কী?

গদাই

বাবা, তুমি তাদের একটু বুঝিয়ে ব'ললেই—

শিব

তোমার মাথা! তাদের বোঝাতে হবে আমার ভীমরতি ধ'রেচে আর আমার ছেলেটি আস্ত ক্ষেপা—তা তাদের বুঝতে বিলম্ব হবে না।

চন্দ্র

আপনি কিছু ভাববেন না। সে মেয়েটির আর একটি পাত্র জুটিয়ে দিলেই হবে।

শিব

সে তেমন মেয়েই নয়। তার টাকা আছে ঢের কিন্তু চেহারা দেখে পাত্র এগোয় না। আমার বংশের এই অকাল কুষ্মাণ্ডের মতো এত বড়ো বাঁদর দ্বিতীয় আর কোথায় পাবে যে তাকে বিয়ে ক'রতে রাজি হবে!

চন্দ্র

সে আমার উপর ভার রইল। আমি সমস্ত ঠিকঠাক ক'রে দেবো। এখন নিশ্চিন্ত মনে নিবারণ বাবুর মেয়ের সঙ্গে বিবাহ স্থির করুন।

শিব

যদি পার চন্দর তো বড়ো উপকার হয়। এই বাগবাজারের হাত থেকে মানে মানে নিস্তার পেলে বাঁচি। এদিকে আমি নিবারণের কাছে মুখ দেখাতে পারচিনে, পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্চি।

চন্দ্র

সে জন্যে কোনো ভাবনা নেই। আমি প্রায় অর্দ্ধেক কাজ গুছিয়ে এসে তবে আপনাকে ব'লছি। এখন বাকিটুকু সেরে আসি।

[ প্রস্থান।

( নিবারণের প্রবেশ )

শিব

আরে এস ভাই এস।

নিবারণ

ভালো আছ ভাই?—যা হোক শিবু, কথা তো স্থির?

শিব

সে তো বরাবরই স্থির আছে, এখন তোমার মর্জ্জি হ'লেই হয়।

নিবারণ

আমার তো সমস্ত ঠিক হ'য়ে আছে এখন হ'য়ে গেলেই চুকে যায়।

শিব

তবে আর কি দিনক্ষণ দেখে—

নিবারণ

সে সব কথা পরে হবে—এখন কিছু মিষ্টিমুখ ক'র্‌বে চলো।

শিব

না ভাই, আমার অভ্যাস নেই, এখন থাক্—অসময়ে খেয়েছি কি, আর আমার মাথা ধরেচে—

নিবারণ

না, না, সে হবে না, কিছু খেতে হচ্ছে! বাপু তুমিও এসো।

[ প্রস্থান।

( কমল ও ইন্দুর প্রবেশ )

কমল

ছি, ছি, ইন্দু তুই কী কাণ্ডটাই করলি বল্‌ দেখি?

ইন্দু

তা বেশ করেচি! ভাই, পরে গোল বাধার চেয়ে আগে গোল চুকে যাওয়া ভালো।

কমল

এখন পুরুষ জাতটাকে কী রকম লাগচে?

ইন্দু

মন্দ না ভাই, এক রকম চলনসই!

কমল

তুই যে বলেছিলি ইন্দু, গদাই গয়লাকে তুই কথখনো বিয়ে করবিনে!

ইন্দু

না ভাই, গদাই নামটি খারাপ নয়, তা তোমরা যাই বলো। তোমার কল্লোলকুমার, লাবণ্যকিশোর, কাকলীকণ্ঠ, সুস্মিতমোহনের চেয়ে সহস্র-গুণে ভালো। গদাই নামটি খুব আদরের নাম অথচ পুরুষমানুষকে বেশ মানায়। রাগ করিস্‌ নে দিদি, তোর বিনোদের চেয়ে ঢের ভালো—

কমল

কী হিসেবে ভালো শুনি!

ইন্দু

বিনোদবিহারী নামটা বাণভট্টের কাদম্বরীতেই চলে, আঠারো গজী সমাসের মধ্যে। গদাই নামটি বেশ সাদাসিধে, ওর মধ্যে বোপদেবের হস্তক্ষেপ করবার যো নেই। আমি তোমাকে নিশ্চয় বল্‌চি মা দুর্গা কার্ত্তিকের চেয়ে গণেশকেই বেশি ভালবাসেন। গদাই নামটি আমার গদাইগণেশ, তোমার বিনোদকার্ত্তিকের চেয়ে ভালো।

কমল

কিন্তু যখন বই ছাপাবে, বইয়ে ও নাম তো মানাবে না।

ইন্দু

আমি তো ছাপ্‌তে দেব না, খাতাখানি আগে আটক ক'রে রাখব। আমার ততটুকু বুদ্ধি আছে দিদি—

কমল

তা যে নমুনা দেখিয়েছিলি!—তোর সেটুকু বুদ্ধি আছে জানি, কিন্তু শুনেচি বিয়ে ক'র্‌লে স্বামীর লেখা সম্বন্ধে মত বদ্‌লাতে হয়।

ইন্দু

আমার তো তার দরকার হবে না। আমার কবি কেবল আমারই কবি, পৃথিবীতে তাঁর কেবল একটিমাত্র পাঠক।

কমল

ছাপবার খরচ বেঁচে যাবে—

ইন্দু

সবাই তাঁর কবিত্বের প্রশংসা ক'র্‌লে আমার প্রশংসার মূল্য থাক্‌বে না।

কমল

সবাই প্রশংসা ক'র্‌বে ঐ আশঙ্কাটা তোকে ক'র্‌তে হবে না! যা হোক্‌, তোর গয়লাটিকে তোর পছন্দ হয়েছে, তা নিয়ে তোর সঙ্গে ঝগড়া ক'র্‌তে চাইনে। তাকে নিয়ে তুই চিরকাল সুখে থাক্‌ বোন্‌! তোর গোয়াল দিনে দিনে পরিপূর্ণ হ'য়ে উঠুক।

ইন্দু

ঐ বিনোদ বাবু আস্‌চেন। মুখটা ভারি বিমর্ষ দেখচি।

[ ইন্দুর প্রস্থান।

( বিনোদের প্রবেশ )

কমল

তাঁকে এনেচেন ?

বিনোদ

তিনি তাঁর বাপের বাড়ী গেচেন, তাঁকে আন্‌বার তেমন সুবিধে হ'চ্চে না !

কমল

আমার বোধ হ'চ্চে তিনি যে আমার সঙ্গিনীভাবে এখানে থাকেন, সেটা আপনার আন্তরিক ইচ্ছে নয়।

বিনোদ

আপনাকে আমি বল্‌তে পারিনে, তিনি এখানে আপনার কাছে থাকলে আমি কত সুখী হই। আপনার দৃষ্টান্তে তাঁর কত শিক্ষা হয় !

কমল

আমার দৃষ্টান্ত হয় তো তাঁর পক্ষে সম্পূর্ণ অনাবশ্যক। শুনেচি আপনি তাঁকে অল্পদিন হ'ল বিবাহ করেচেন, হয় তো তাঁকে ভালো ক'রে জানেন না।

বিনোদ

তা বটে। কিন্তু যদিও তিনি আমার স্ত্রী তবু এ কথা আমাকে স্বীকার ক'র্‌তেই হবে, আপনার সঙ্গে তাঁর তুলনা হ'তে পারে না।

কমল

ও কথা বল্‌বেন না। আপনি হয় তো জানেন না আমি তাঁকে বাল্যকাল হতে চিনি। তাঁর চেয়ে আমি যে কোন অংশে শ্রেষ্ঠ এমন বোধ হয় না।

বিনোদ

আপনি তাঁকে চেনেন ?

কমল

খুব ভালো রকম চিনি।

বিনোদ

আমার সম্বন্ধে তিনি আপনার কাছে কোনো কথা বলেচেন?

কমল

কিছু না। কেবল বলেচেন, তিনি আপনার ভালোবাসার যোগ্য নন। আপনাকে সুখী ক'র্‌তে না পেরে এবং আপনার ভালোবাসা না পেয়ে তাঁর সমস্ত জীবনটা ব্যর্থ হ'য়ে গেছে।

বিনোদ

এ তাঁর ভারি ভ্রম। তবে আপনার কাছে স্পষ্ট স্বীকার করি, আমিই তাঁর ভালোবাসার যোগ্য নই। আমি তাঁর প্রতি বড়ো অন্যায় করেচি, কিন্তু সে তাঁকে ভালোবাসিনে বলে নয়।

কমল

তবে আর একটি সংবাদ আপনাকে দিই। আপনার স্ত্রীকে আমি এখানে আনিয়ে রেখেচি।

বিনোদ

(আগ্রহে) কোথায় আছেন তিনি, আমার সঙ্গে একবার দেখা করিয়ে দিন।

কমল

তিনি ভয় ক'র্‌চেন পাছে আপনি তাঁকে ক্ষমা না করেন—যদি অভয় দেন—

বিনোদ

বলেন কি, আমি তাঁকে ক্ষমা ক'র্‌ব! তিনি যদি আমাকে ক্ষমা ক'র্‌তে পারেন—

কমল

তিনি কোনোকালেই আপনাকে অপরাধী করেন নি, সে জন্যে আপনি ভাববেন না।—

বিনোদ

তবে এতো মিনতি ক'র্‌চি তিনি আমাকে দেখা দিচ্চেন না কেন?

কমল

আপনি সত্যই যে তাঁর দেখা চা'ন, এ জান্‌তে পারলে তিনি এক মুহূর্ত্ত গোপনে থাকতেন না। তবে নিতান্ত যদি সেই পোড়ার মুখ দেখতে চান তো দেখুন।

( মুখ উদ্ঘাটন )

বিনোদ

আপনি! তুমি! কমল! আমাকে মাপ ক'র্‌লে!

( ইন্দুর প্রবেশ )

ইন্দু

মাপ করিস্‌নে দিদি! আগে উপযুক্ত শাস্তি হোক্‌, তার পরে মাপ!

বিনোদ

তা হ'লে অপরাধীকে আর একবার বাসর-ঘরে আপনার হাতে সমর্পণ ক'র্‌তে হয়।

ইন্দু

দেখেচিস ভাই, কত বড়ো নির্লজ্জ! এরি মধ্যে মুখে কথা ফুটেচে। ওঁদের একটু আদর দিয়েচিস কি আর ওঁদের সাম্‌লে রাখবার যো নেই। মেয়েমানুষের হাতে পড়েই ওঁদের উপযুক্ত শাসন হয় না। যদি নিজের জাতের সঙ্গে ঘরকন্না ক'র্‌তে হ'তো তা'হলে দেখতুম ওঁদের এতো আদর থাক্‌তো কোথায়!

বিনোদ

তা'হলে ভূভারহরণের জন্যে মাঝে মাঝে অবতারের আবশ্যক হতো না; পরস্পরকে কেটেকুটে সংসারটা অনেকটা সংক্ষেপ ক'রে আন্‌তে পার্‌তুম।

ইন্দু

গান

এবার মিলন হাওয়ায় হাওয়ায় হেলতে হবে।
ধরা দেবার খেলা এবার খেল্‌তে হবে।
ওগো পথিক পথের টানে
চ'লেছিলে মরণ পানে
আঙিনাতে আসন এবার মেলতে হবে॥
মাধবিকার কুঁড়িগুলি আনো তুলে—
মালতিকার মালা গাঁথো নবীন ফুলে।
স্বপ্ন স্রোতের ভিড়বি পারে,
বাঁধবি দুজন দুইজনারে,
সেই মায়াজাল হৃদয় ঘিরে ফেল্‌তে হবে।

এখন কবি সম্রাট, এর একটা জবাব দিতে হবে তোমাকে।

বিনোদ

এখনি? হাতে হাতে?

ইন্দু

হাঁ, এখুনি।

বিনোদ

আচ্ছা, দুটো মিনিট সময় দাও।

(নোট বই লইয়া লিখিতে প্রবৃত্ত)

কমল

এ আবার তুই কী খেলা বের ক'র্‌লি, ইন্দু।

ইন্দু

কমল দিদি, তুমি যে খেলা খেলে নিলে, এ তার চেয়ে অনেক বেশি নিরাপদ। উনি বাঁধচেন কাব্য, তুমি বেঁধেছ কবিকে।

কমল

ওগো শিকারী তুমি আর কথা কোয়ো না—তোমার নিজের কবিটির কাহিনী ভুলে গেছ বুঝি? একবার তাকে হোলো অস্বীকার, আবার হোলো স্বীকার,—মানুষটাকে কি কম নাকাল করা হ'য়েছে?

ইন্দু

আমার অকবিটিকে আমি কবি বানিয়েচি, এর বেশি কিছু না—কিন্তু তোমার মানুষটি আদিতে ছিলেন কবি, মধ্যে হলেন অকবি, আবার অন্তে উল্টো রথে ফিরচেন কবিত্বে—এ কি কম কথা? আমাদের কমল অধিকারীর এই পালাটির নাম দিয়েচি কবি-জগন্নাথের রথযাত্রা। মন্দির থেকে বেরোনো, আবার মন্দিরে ফিরিয়ে আনা। দু'দিন বাদেই দেখবি, থিয়েটার-ওয়ালারা ঝুলোঝুলি ক'রবে, এটা অভিনয় ক'র্‌বার জন্যে। লেখা হোলো কবিবর?

বিনোদ

হ'য়েচে।

(ইন্দু ও কমলে মিলিয়া নোটবই লইয়া মনে মনে পাঠ)

ইন্দু

পাকা আম নিঙড়োলে রসের সঙ্গে আঁটি বেরিয়ে আসে। এও যে তাই।

বিনোদ

অর্থাৎ?

ইন্দু

অর্থাৎ এতো শুধু কাব্যরস নয় এ যে রসতত্ত্ব। দিদি তোমার এ কবিটি যে-সে কবি নয়—কাব্যকুঞ্জবনে এই মানুষটি নারিকেল জাতীয়—তোমার ভাগ্যে শাঁসও জুটবে, রসও জুটবে।

কমল

আর তোর ভাগ্যে, ইন্দু?

ইন্দু

শুধু ছোবড়া।

বিনোদ

ছি ছি ভাই, আমার মধ্যে এমন রসের সঙ্কীর্ণতা দেখ্‌লে কোথায়?

ইন্দু

কবিবর সঙ্কীর্ণতার দর বেশি, ঔদার্য্যেই সস্তা করে। হীরের টুক্‌রো সঙ্কীর্ণ, পাথরের চাই মস্ত। আমরা চাই তুমি একলা আমার দিদির কণ্ঠহারে একটি মাত্র মধ্যমণি হ'য়ে থাকো—সরকারী হোটেলের রান্নাঘরে মস্ত শিল-নোড়ার কাজে বিশ্বজনীন হ'য়ে না ওঠো।

বিনোদ

তাই সই, কিন্তু ঐ যে গানটা তৈরি ক'র্‌লেম, ওটাকে সুরের হারে গেঁথে একলা তোমার কণ্ঠে কি স্থান দেবে না?

ইন্দু

আচ্ছা আজ তোমার good conductএর প্রাইজ স্বরূপে এই অনুগ্রহ ক'র্‌তে রাজি আছি। কোন্ সুর তোমার পছন্দ বলো!

বিনোদ

তোমার পছন্দেই আমার পছন্দ।

ইন্দু

আচ্ছা, সখা তবে শ্রবণ করো।

( গান )

লুকালে ব'লেই খুঁজে বাহির-করা
ধরা যদি দিতে তবে যেত না ধরা।
পাওয়া ধন আনমনে
হারাই যে অযতনে,
হারাধন পেলে সে যে হৃদয়-ভরা।
আপনি যে কাছে এলো দূরে সে আছে,
কাছে যে টানিয়া আনে সে আসে কাছে।
দূরে বারি যায় চ'লে
লুকায় মেঘের কোলে,
তাই সে ধরায় ফেরে পিপাসাহরা॥

কমল

ঐ ক্ষান্ত দিদি আস্‌চেন। ( বিনোদের প্রতি ) তোমার সাক্ষাতে উনি বেবোবেন না।

। বিনোদের প্রস্থান।

( ক্ষান্তর প্রবেশ )

ক্ষান্ত

তা বেশ হয়েচে ভাই, বেশ হয়েচে! এই বুঝি তোর নতুন বাড়ি। এ যে রাজার ঐশ্বর্য্য। তা বেশ হয়েচে। এখন তোর স্বামী ধরা দিলেই আর কোনো খেদ থাকে না।

ইন্দু

সে বুঝি আর বাকি আছে! স্বামী রত্নটিকে আগে ভাগে ভাঁড়ারে পুরেছেন।

ক্ষান্ত

আহা, তা বেশ হয়েচে, বেশ হয়েছে। কমলের মতো এমন লক্ষ্মীমেয়ে কি কখনো অসুখী হ'তে পারে!

ইন্দু

ক্ষান্ত দিদি, তুমি যে ভর সন্ধ্যের সময় ঘরকন্না ফেলে এখানে ছুটে এসেচ?

ক্ষান্ত

আর ভাই ঘরকন্না! আমি দু'দিন বাপের বাড়ি গিয়েছিলুম, এই ওঁর আর সহ্য হ'ল না। রাগ ক'রে ঘর ছেড়ে শুন্‌লুম, তোদের এই বাড়িতে এসে রয়েছেন। তা ভাই, বিয়ে করেচি বলেই কি বাপ মা একেবারে পর হ'য়ে গেচে। দু'দিন সেখানে থাক্‌তে পাবো না। যা হোক্ খবরটা পেয়ে চ'লে আস্‌তে হ'ল।

ইন্দু

আবার তাকে বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে বুঝি!

ক্ষান্ত

তা ভাই, একলা তো আর ঘরকন্না হয় না। ওদের যে চাই, ওদের যে নইলে নয়। নইলে আমার কি সাধ ওদের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখি।

ইন্দু

ঐ যে ওঁরা আস্‌চেন। এসো এই পাশের ঘরে।

[ প্রস্থান।

( শিবচরণ, গদাই, নিবারণ ও চন্দ্রের প্রবেশ )

চন্দ্র

সমস্ত ঠিক হ'য়ে গেচে।

শিব

কী হ'লো বলো দেখি।

চন্দ্র

ললিতের সঙ্গে কাদম্বিনীর বিবাহ স্থির হ'য়ে গেল।

শিব

সে কি! সে যে বিবাহ ক'র্‌বে না, শুন্‌লুম?

চন্দ্র

সহধর্ম্মিণীকে না। বিয়ে কর্‌চে টাকা-কল্পলতিকাকে, সে ওকে সাতপাকে ঘিরে বিলেত যাবার পাথেয়-পুষ্পবৃষ্টি ক'র্‌বে। যা হোক্, এখন আর একবার আমাদের গদাই বাবুর মত নেওয়া উচিত—ইতিমধ্যে যদি আবার বদল হ'য়ে থাকে।

শিব

( ব্যস্তভাবে ) না, না, আর মত বদলাতে সময় দেওয়া হবে না। তার পূর্ব্বেই আমরা পাঁচজনে পড়ে চেপে চুপে ধ'রে কোনো গতিকে ওর বিয়েটা দিয়ে দিতে হ'চ্চে। চল গদাই, অনেক আয়োজন ক'র্‌বার আছে। ( নিবারণের প্রতি ) তবে চল্লেম ভাই।

নিবারণ

এস। ( গদাই ও শিবচরণের প্রস্থান ) চন্দ্রবাবু, আপনার তো খাওয়া হ'ল না, কেবল ঘুরে ঘুরেই অস্থির হলেন—একটু বসুন, আপনার জন্যে জলখাবারের আয়োজন ক'রে আসি গে।

[ প্রস্থান।

( ক্ষান্তর প্রবেশ )

ক্ষান্ত

এখন বাড়ি যেতে হবে না কি?

চন্দ্র

( দেয়ালের দিকে মুখ করিয়া ) নাঃ আমি এখানে বেশ আছি !

ক্ষান্ত

তা তো দেখতে পাচ্চি। তা চিরকাল এইখানেই কাটাবে না কি ?

চন্দ্র

বিনুর সঙ্গে আমার তো সেই রকমই কথা হয়েচে !

ক্ষান্ত

বিনু তোমার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী কি না ; বিনুর সঙ্গে কথা হয়েচে ! এখন ঢের হয়েচে চলো !

চন্দ্র

( জিব কাটিয়া মাথা নাড়িয়া ) সে কি হয় ! বন্ধুমানুষকে কথা দিয়েচি এখন কি সে ভাঙতে পারি !

ক্ষান্ত

আমার ঘাট হয়েচে, আমাকে মাপ করো তুমি। আমি আর কখনো বাপের বাড়ি গিয়ে থাক্‌ব না ! তা তোমার তো অযত্ন হয় নি—আমি তো সেখান থেকে সমস্ত রেঁধে তোমাকে পাঠিয়ে দিয়েচি।

চন্দ্র

বড়বৌ, আমি কি তোমার রান্নার জন্যে তোমাকে বিয়ে ক'রেছিলুম ? যে বৎসর তোমার সঙ্গে অভাগার শুভবিবাহ হয়, সে বৎসর ক'ল্‌কাতা সহরে কি রাঁধুনি বামুনের মড়ক হ'য়েছিল ?

ক্ষান্ত

আমি ব'লচি আমার একশো'বার ঘাট হ'য়েছে, আমাকে মাপ করো, আমি আর কখনো এমন কাজ ক'র্‌ব না ! এখন তুমি ঘরে চলো !

চন্দ্র

তবে একটু ব'সো। নিবারণ বাবু আমার জল খাবারের ব্যবস্থা ক'র্‌তে গেচেন—উপস্থিত ত্যাগ ক'রে যাওয়াটা শাস্ত্রবিরুদ্ধ।

ক্ষান্ত

আমি সেখানে সব ঠিক ক'রে রেখেচি, তুমি এখনি চলো।

চন্দ্র

বল কি নিবারণ বাবু—

বন্ধুগণ

( নেপথ্য হইতে ) চন্দ্রদা।

ক্ষান্ত

ঐ রে, আবার ওরা আসচে। ওদের হাতে পড়লে আর তোমার রক্ষে নেই।

চন্দ্র

ওদের হাতে তুমি আমি দুজনে পড়ার চেয়ে একজন পড়া ভালো। শাস্ত্রে লিখ্‌চে, "সর্ব্বনাশে সমুৎপন্নে অর্দ্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ", অতএব এ স্থলে অর্দ্ধাঙ্গের সরাই ভালো।

ক্ষান্ত

তোমার ঐ বন্ধুগুলোর জ্বালায় আমি কি মাথামোড় খুঁড়ে ম'র্‌বো?

[ প্রস্থান।

( বিনোদ, গদাই ও নলিনাক্ষের প্রবেশ )

চন্দ্র

কেমন মনে হ'চ্চে বিনু?

বিনোদ

সে আর কী ব'ল্‌ব দাদা।

চন্দ্র

গদাই, তোর স্নায়ুরোগের বর্ত্তমান লক্ষণটা কী বল্ দেখি!

গদাই

অত্যন্ত সাংঘাতিক। ইচ্ছে ক'র্‌চে দিগ্বিদিকে নেচে বেড়াই।

চন্দ্র

ভাই নাচ্‌তে হয় তো দিকে নেচো, আর বিদিকে নেচোনা। পূর্ব্বে তোমার যে রকম দিগ্‌ভ্রম হ'য়েছিল, কোথায় মির্জ্জাপুর—কোথায় বাগবাজার।

গদাই

এখন ঠিক পথেই চ'লেচি, যাচ্চি বাসর ঘরের দিকে, এই যে সাম্‌নেই।

[ প্রস্থান।

চন্দ্র

সদ্দৃষ্টান্ত দেখে আমারো ঠিক পথে যাবার ইচ্ছে প্রবল হ'ল। এখানেও আহার তৈরি ঘরেও আহার প্রস্তুত—কিন্তু ঘরের দিকে ডবল টান পড়েচে।

বিনোদ

ওহে চন্দরদা, চুপ্ চুপ।

চন্দ্র

কেন হে?

বিনোদ

ঐ যে সুর বেজে উঠল বাসরঘর থেকে।

চন্দ্র

তাই তো, বিপদ কাছে আস্‌চে। ছিল গলির ওপারে, এখন এলো পাশের ঘরে—ক্রমে আরো কাছে আসবে।

বিনোদ

চন্দরদা, বেরসিকের মতো কথা বোলো না, বিপদ আরো বেশি ছিলো, যখন সেটা গলির ওপারে ছিলো—যতই কাছে আস্‌চে, ততই হৃদয় ভেঙে যাবার আশঙ্কা কমচে।

( নেপথ্যে গান )

মুখপানে চেয়ে দেখি, ভয় হয় মনে,
ফিরেচ কি ফেরো নাই, বুঝিব কেমনে?
আসন দিয়েচি পাতি, মালিকা রেখেচি গাঁথি,
বিফল হোলো কি তাহা ভাবি খনে খনে।
গোধূলি-লগনে পাখী ফিরে আসে নীড়ে,
ধানে-ভরা তরীখানি ঘাটে আসে ভীড়ে।
আজো কি খোঁজার শেষে
ফেরো নি আপন দেশে,
বিরাম-বিহীন তৃষা জ্বলে কি নয়নে?

চন্দ্র

ওরে বিনু, এখনো মামলা চোকে নি, প্রিভিকৌন্সিলে নালিশ চ'লচে। তোর তরফের কৌন্সুলির কোনো জবাব তৈরি আছে? Plead guilty না কি?

বিনোদ

এক রকম তাই। কিন্তু দাদা, আমাদের মোটা কণ্ঠে কথা জোটে তো সুর জোটে না।

চন্দ্র

তা হোক হার মানতে পা'রব না। আচ্ছা দে দেখি কথাটা—কোনো মতে সবাই মিলে চেঁচামেচি ক'রে চালিয়ে দিতে পারব।

বিনোদ

এই যে আমার বইয়ে ছাপানো আছে।

**চন্দ্র**

ধন্য কবি ধন্য,—নিদেন কালের উপযুক্ত সকল রকম বটিকা আগে থাকতেই তৈরি ক'রে রেখেচ! কাফি সুরে ঠিক লাগ্‌বে—

গান

জয় ক'রে তবু ভয় কেন তোর যায়না,
হায় ভীরু প্রেম হায় রে!
আশার আলোয় তবুও ভরসা পায় না,
মুখে হাসি তবু চোখে জল না শুকায় রে॥
বিরহের দাহ আজি হোলো যদি সারা,
ঝরিল মিলন-রসের শ্রাবণ-ধারা,
তবুও এমন গোপন বেদন তাপে
অকারণ দুখে পরাণ কেন দুখায় রে॥
যদিবা ভেঙেচে ক্ষণিক মোহের ভুল,
এখনো প্রাণে কি যাবে না মানের মূল?
যাহা খুঁজিবার সাঙ্গ হোলো তো খোঁজা,
যাহা বুঝিবার শেষ হ'য়ে গেল বোঝা,
তবু কেন হেন সংশয় ঘন ছায়ে
মনের কথাটি নীরব মনে লুকায় রে॥

## তৃতীয় দৃশ্য

বাসরঘরের বাহিরে।

লোকারণ্য। শঙ্খ, হুলুধ্বনি। শানাই।

নিবারণ

কানাই। ও কানাই। কী করি বল দেখি। কানাই গেল কোথায়?

শিব

তুমি ব্যস্ত হয়োনা ভাই। এ ব্যস্ত হবার কাজ নয়। আমি সব ঠিক্ ক'রে দিচ্চি। তুমি পাত পাড়া হ'লো কি না দেখে এসো দেখি।

ভৃত্য

বাবু, আসন এসে পৌচেছে, সে-গুলো রাখি কোথায়?

নিবারণ

এসেচে। বাঁচা গেচে। তা সেগুলো ছাতে—

শিব

ব্যস্ত হ'চ্চ কেন দাদা। কী হ'য়েচে বলো দেখি। কি রে বেটা, তুই হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে র'য়েচিস্ কেন? কাজ-কর্ম্ম কিছু হাতে নেই না কি।

ভৃত্য

আসন এসেচে, সে-গুলো রাখি কোথায় তাই জিজ্ঞাসা ক'র্‌চি।

শিব

আমার মাথায়। একটু গুছিয়ে গাছিয়ে নিজের বুদ্ধিতে কাজ করা তো তাদের দ্বারা হবে না। চল আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। ওরে বাতিগুলো যে এখনো জ্বালালে না। এখানে কোনো কাজেরই একটা বিলি-ব্যবস্থা নেই—সমস্ত বেবন্দোবস্ত! নিবারণ, ভাই, তুমি একটু

ঠাণ্ডা হ'য়ে বস দেখি—ব্যস্ত হ'য়ে বেড়ালে কোনো কাজই হয় না। আঃ বেটাদের কেবল ফাঁকি! বেহারা বেটারা সব পালিয়েচে দেখ্‌চি, আচ্ছা ক'রে তাদের কানমলা না দিলে—

নিবারণ

পালিয়েচে না কি! কী করা যায়!

শিব

ব্যস্ত হ'য়ো না ভাই—সব ঠিক হ'য়ে যাবে। বড়ো বড়ো ক্রিয়া-কর্ম্মের সময় মাথা ঠাণ্ডা রাখা ভারি দরকার। কিন্তু এই রেধো বেটার সঙ্গে তো আর পারিনে! আমি তাকে পই পই ক'রে বল্লুম তুমি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে লুচি ভাজিয়ো, কিন্তু কাল থেকে হতভাগা বেটার চুলের টিকি দেখবার যো নেই! লুচি যেন কিছু কম প'ড়েচে বোধ হ'চ্চে।

নিবারণ

বল কি শিবু! তা হ'লে তো সর্ব্বনাশ!

শিব

ভয় কি দাদা! তুমি নিশ্চিন্ত থাক, সে আমি ক'রে নিচ্ছি! একবার রাধুর দেখা পেলে হয়, আচ্ছা ক'রে শুনিয়ে দিতে হবে।

( চন্দ্র বিনোদ প্রভৃতির প্রবেশ )

নিবারণ

আহার প্রস্তুত, চন্দ্রবাবু, কিছু খাবেন চলুন।

চন্দ্র

আমাদের পরে হবে, আগে সকলের হোক।

শিব

না, না, একে একে সব হ'য়ে যাক্! চল চন্দর তোমাদের খাইয়ে

আনিগে। নিবারণ তুমি কিছু ব্যস্ত হ'য়োনা, আমি সব ঠিক ক'রে নিচ্চি। কিন্তু লুচিটা কিছু কম প'ড়বে বোধ হ'চ্চে।

নিবারণ

তা হ'লে কি হবে শিবু?

শিব

ঐ দেখ! মিছামিছি ভাব কেন? সে সব ঠিক হ'য়ে যাবে। এখন কেবল সন্দেশগুলো এসে পৌঁছলে বাঁচি। আমার তো বোধ হ'চ্চে ময়রা বেটা বায়না নিয়ে ফাঁকি দিলে।

নিবা

বল কি ভাই!

শিব

ব্যস্ত হোয়োনা আমি সব দেখে শুনে নিচ্চি।

[ শিব ও নিবারণের প্রস্থান।

চন্দ্র

ওরে বিনু খাবার লোভে চ'লেচিস বুঝি?

বিনু

কেন তোমার লোভ একেবারে নেই না কি?

চন্দ্র

কাজ আছে যে!

বিনু

কাজ তো ফতে হ'য়ে গেছে আবার কী?

চন্দ্র

যে কাজ হ'য়ে গেচে সে তো ব্যক্তিগত। এখন লড়াই বাকি আছে humanityর জন্যে।

বিনু

বাস্‌রে, এই অর্দ্ধেক রাত্তিরে শেষকালে humanity নিয়ে প'ড়তে হবে ?

চন্দ্র

হিউম্যানিটির জন্যে যত ষড়যন্ত্র সে তো অর্দ্ধেক রাত্তিরেই !

বিনু

কোন্ দুঃসাধ্য কাজ ক'র্‌তে হবে বলো শুনি !

চন্দ্র

বাসরঘরের রুদ্ধ দুর্গ আজ আমরা storm ক'রব।

বিনু

আমরা ভীরু, সামান্য পুরুষজাত মাত্র—আমাদের দ্বারা কি এতো বড়ো বিপ্লব ঘটতে পারবে ?

চন্দ্র

নিজেকে ক্ষুদ্র জ্ঞান কোরোনা বিনোদ, ভেবে দেখ, ত্রেতাযুগে যারা সেতুবন্ধন ক'রেছিল, জীব হিসাবে তারাও যে আমাদের চেয়ে খুব বেশি শ্রেষ্ঠ ছিল তার প্রমাণ নেই—এমন কি এক-আধটা বাহ্য বাহুল্য ছাড়া অনেক বিষয়েই মিল ছিল :—মহৎ লক্ষ্য হৃদয়ে রেখে তারাও হেঁটে সমুদ্র পার হ'ল। আর আমাদের কেবলমাত্র এই দরজাটুকু পার হ'তে হবে। এত কাল এই বাসরঘরের সামনে স্ত্রীপুরুষের যে বিচ্ছেদ-সমুদ্র বিরাজ ক'রেচে কেবল একটি মাত্র মহাবীর বরবেশে সেটা লঙ্ঘন করবার অধিকারী ; কিষ্কিন্ধ্যার বাকি সকলকেই এপারে প'ড়ে থাক্‌তে হয়, এই অগৌরব যদি আমরা মোচন ক'র্‌তে না পারি, তা হ'লে ধিক্ আমাদের পৌরুষ।

বিনু

হিয়ার্ হিয়ার্ !

চন্দ্র

এতদিন সেখানে কেবল ভুজমৃণালের শাসনই বলবান ছিল। আজ বঙ্গোপসাগরের উত্তর তীর থেকে হিমালয়ের দক্ষিণপ্রান্ত পর্য্যন্ত সকল পুরুষে এককণ্ঠে বলো দেখি, "নাহি কি বল এ ভুজ অর্গলে ?'

বিনু

আছে আছে।

চন্দ্র

নবযুগে পুরুষদের কারখানাঘর আফিসঘরের সামনে feminism এর আক্রমণ চ'লচে, আজ বাসরঘরের সামনে আমরা masculinism প্রচার ক'রব। আমরা যুগান্তরের পাইওনিয়ার।

বিনু

জয় পুরুষজাতিকী জয়।

চন্দ্র

অত্যাচারকারিণীদের সিংহাসন আজ বিচলিত হোক্—আবার বলো—জয় পুরুষজাতিকী জয়। গদাই, গদাই, গদাই, গদাধর, ভীরু, traitor, এসো তুমি খোলো রুদ্ধদ্বার, ভাঙো পুরুষজাতির অপমানের বাধা !

বিনু

চন্দর দা, ওকে special concession দিয়ে এরা কিনে নিয়েচে—divide and rule পলিসি। ওকে সহজে পাওয়া যাবে না।

চন্দ্র

সে কিছুতেই হ'চ্চে না। আজ অসম্মানিত পুরুষজাতির আহ্বান তার মুগ্ধ হৃদয়ে গিয়ে পৌঁছবেই। গদাই, গদাধর, বিশ্বাসঘাতক, স্বজাতিবিদ্রোহী কাপুরুষ !

( গদাই, ইন্দু ও কমলের প্রবেশ )

কমল

এখানে দাঁড়িয়ে আপনারা ক'রচেন কী ?

চন্দ্র

সিডিশন।

ইন্দু

আপনাদের সাহস তো কম নয় ?

চন্দ্র

শর্টহ্যাণ্ড-লিখিয়ে রিপোর্টার কেউ উপস্থিত ছিল না, তাই ভাষাটা হয়তো কিছু অসংযত হ'য়েছিল। আর কিছুই নয়, আমরা ব'লছিলুম, ভাগ্যদেবীগণ রুদ্ধদ্বার খোলো—পাপীদের ক্ষমা করবার প্রত্যক্ষ আনন্দটা ভোগ ক'রে নাও, তাতে স্বর্গেরও গৌরব, মর্ত্ত্যেরও পরিত্রাণ।

ইন্দু

যারা ক্ষমা করবার যোগ্য তাদের তো ক্ষমা হ'য়ে গেচে।

চন্দ্র

এত বড়ো নিষ্ঠুর কথাটা ব'লতে পারলেন দয়াময়ী ? দেবী, আমিই কি পাপিষ্ঠতম ? এদের দুজনের চেয়েও অধম ?

ইন্দু

তিনি আপনাকে উদ্ধারের আশা ছেড়ে দিয়েচেন।

চন্দ্র

দেবি, সেটা কি তাঁর পক্ষে আমার চেয়ে কম শোচনীয় ? যিনি তারিণী তাঁর জন্যে যদি একটা বাঁধা-পাপীর বরাদ্দ না থাকে, তবে তো একেবারে বেকার তিনি। যাকে বলে, unemployment problem। বড়ো বৌ তোমার অনুপস্থিতিতে যদি দৈবাৎ আমার সংশোধন হ'য়ে যায়—যদি তোমার জন্যে সবুর ক'রতে না পারি—যদি পরিত্রাণের

দোসরা পথ জুটে যায়, তা হ'লে সেটাতে কি তোমারি যশ, না আমারি ?

( ক্ষান্তর প্রবেশ )

**ক্ষান্ত**

আঃ কী মিছেমিছি চেঁচাচ্চো।

**চন্দ্র**

মিছেমিছি নয় দেবি। পৃথিবী-সুদ্ধ লোক চেঁচাচ্চে—পবিত্রাণের দরবারে, কেউ বা ধর্ম্মে, কেউ বা কর্ম্মে, কেউ বা পালিটিক্সে—আর আমিই যদি চুপ ক'রে থাকব, তা হ'লে নিতান্তই ঠ'কব যে। এই দুটি ভাগ্যবানদের দিকে তাকিয়ে আমি আর থাকতে পারলুম না। একটু চেঁচিয়েচি, ফলও পেয়েচি—এখন যবনিকা পতনের পূর্ব্বে দয়াময়ীদের বন্দনাটা সেরে নিই।

( গান )

প্রথমে চন্দ্র, পরে সকলে মিলিয়া

বাউলের সুর

যার অদৃষ্টে যেমনি জুটেচে
সেই আমাদের ভালো।
আমাদের এই আঁধার ঘরে
সন্ধ্যা প্রদীপ জ্বালো!
কেউবা অতি জ্বল জ্বল, কেউবা ম্লান ছল-ছল,
কেউবা কিছু দহন করে, কেউবা স্নিগ্ধ আলো।
নূতন প্রেমে নূতন বধু, আগাগোড়া কেবল মধু,
পুরাতনে অম্ল-মধুর, একটুকু ঝাঁঝালো।

বাক্য যখন বিদায় করে, চক্ষু এসে পায়ে ধরে,
রাগের সঙ্গে অনুরাগে সমান ভাগে ঢালো।
আমরা তৃষ্ণা তোমরা সুধা,
তোমরা তৃপ্তি আমরা ক্ষুধা,
তোমার কথা ব'ল্‌তে কবির কথা ফুরালো।
যে-মূর্ত্তি নয়নে জাগে সবই আমার ভাল লাগে,
কেউবা দিব্যি গৌরবরণ, কেউবা দিব্যি কালো!

IMPERIAL LIBRARY